লাল সিংহ।

বা

পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায়।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি, এল কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীকিশোরীমোহন বসু দ্বারা

প্রকাশিত।

পুরুলিয়া।

১৩২০ সাল।

[মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।]

পুরুলিয়া, অন্নপূর্ণা প্রেসে
শ্রীকালীচরণ ত্রিবেদী দ্বারা
মুদ্রিত।

পুরুলিয়া অন্নপূর্ণা প্রেসে, মুদ্রাকরের নিকট
ও কলিকাতা ৯।১নং রায় বাগান ষ্ট্রীটে
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য।

পুস্তকের উপাদান।

1. Mr. Dalton's Ethnology of Bengal.

2. Mundas and their Country by Mr. Sarat Chandra Rai.

3. Mr. Grierson's Linguistic Survey of India.

4. Statistical Accounts of Bengal by Sir William Hunter.

5. Journal, Asiatic Society. Vol. IX.

6. Report by Mr. H. H. Risley, 29-10-83.

7. Special Notes on Burrabhum by Mr. H. H. Risley, 19 12-1893.

8. Mr. Hewett's Report on Burrabhum, 2-11-1883.

9. Mr. Strachey's Notes on Burrabhum, 13 4-1800.

10. Mr. Ernst's Report to the Board of Revenue, 1800.

11. Jama wasil papers of Burrabhum for the year 1206 B. S.

12 Isan-navisi of Ghatwali lands in Burrabhum, 1833.

13. Mr. Higginson's Report, 21-1 1771.

14 Mr. Tucker's letter to the Board of Revenue, 1-5-1800.

15. Mr. Dowdeswell's letter to the Collector of Midnapore 1800.

সূচীপত্র।

সূচনা।

বরাহভূম পরগণার থাকবস্ত পরিমাপ সম্প্রতি পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সরকার বাহাদুর ও ঘাটোয়ালগণের মধ্যে বিবিধ প্রকার মামলার উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই সময়ে নিরপেক্ষপ্রকৃতি সদাশয় সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত এইচ্, এফ্, স্থামন সাহেব বাহাদুর মানভূম জেলার ডেপুটী কমিশনার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহানুভব শ্রীযুক্ত স্থামন সাহেব বাহাদুর নিরপেক্ষভাবে সরকারী যাবতীয় পুরাতন কাগজপত্র ঘাটোয়ালগণকে ব্যবহার করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত অধিকাংশ মামলার বিচার করিয়াছিলেন। মাননীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বাহাদুরের পক্ষে যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সাতিশয় সদাশয়তা সহকারে বিবিধ সরকারী কাগজপত্র স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থানের সরকারী মহাফেজখানা হইতে আনাইয়া তাহা দুর্ব্বল ঘাটোয়ালপক্ষকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। উপরোক্ত অনেকগুলি মামলায় ঘাটোয়ালগণের পক্ষে নিযুক্ত থাকায় যেসকল কাগজপত্র গ্রন্থকারের হস্তে পড়িয়াছিল, তদ্দৃষ্টে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক স্থানীয় "মানভূম" পত্রিকায় 'লালসিংহ' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মহামতি

মিঃ স্বামন 'মানভূমের' তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জহরলাল বসুর নিকট সহানুভূতি ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ স্বামনের উৎসাহে ও জহরলাল বাবুর আগ্রহে ঐ সকল প্রবন্ধ পুনর্লিখিত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সেই জন্য গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু জহরলাল বসু এবং উপরোক্ত সরকারী কর্ম্মচারীগণের, বিশেষতঃ মিঃ স্বামানের, নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

পুস্তকের প্রুফগুলি রীতিমতরূপে সংশোধিত না হওয়ায় বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। তজ্জন্য ও অন্যান্য ভ্রম প্রমাদাদির জন্য গ্রন্থকার স্বয়ং দায়ী। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ তজ্জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

পুরুলিয়া
৫ই শ্রাবণ, ১৩২০ সাল। } গ্রন্থকার।
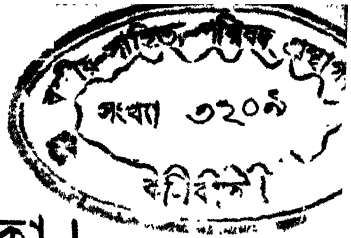
ভূমিকা।

অতি প্রাচীনকালে এদেশে সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা ছিল; এবং মনস্বী আর্য্য ঋষিগণ ঐ সকল বিদ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিবিধ বিদ্যা অদ্যাপি জ্ঞানগরীয়সী পাশ্চাত্যবিদ্যার জননী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে যে প্রণালীতে জাতীয় সভ্যতাব ইতিহাস ও মনস্বীগণের জীবনচরিত রচিত হইয়া থাকে, এতদ্দেশে কিন্তু সে প্রণালীতে পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনেব কোন চেষ্টা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পাশ্চাত্য প্রণালীতে লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাব সত্ত্বেও এতদ্দেশে আর্য্যজাতির সামাজিক সভ্যতার ইতিবৃত্তমূলক বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল গ্রন্থ দৃষ্টে প্রাচীন আর্য্যসমাজ ও চরিত্রের চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে।

আর্য্যগণ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক তথ্য। সিন্ধু জাহ্নবীপূত আর্য্যদেশে আর্য্যগণের আগমনের বহু পূর্ব্বাবধি অনার্য্য জাতির বাস ছিল। যে সকল অর্দ্ধনগ্ন, বন্য প্রকৃতি কোল ভীল প্রভৃতি জাতির আকৃতি দৃষ্টে আমরা নাসিকাকুঞ্চন করিয়া থাকি, এই

বিশাল দেশের তাহারাই আদিম অধিবাসী। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক-গণের মতে আর্য্যগণের শুভাগমনের বহু পূর্ব্বে অনার্য্যগণ মধ্য-এসিয়ার সমীপবর্ত্তী দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। হিংস্র জন্তুর কবল হইতে জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া সেই স্থানে মানব জাতির অধিকার বিস্তার করা যদি গৌরবের কার্য্য হয়, তবে অনার্য্যগণ আর্য্যজাতির অপেক্ষা বহু অধিক পরিমাণে সেই গৌরবের অধিকারী।

আর্য্য জাতির আদি গুরু মনুর মতে "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারম্।" এই ঋষিবাক্য সত্য হইলে, সুজলা, সুফলা আর্য্যদেশ অনার্য্যগণের। আর্য্যগণ এদেশের প্রবাসী। "বীর ভোগ্যা নিত্য বসুন্ধরা" এই কবিবাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া আর্য্যগণ আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণকে গহন কানন ও শ্বাপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য দেশে নির্ব্বাসিত করিয়া এদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে সমকালবর্ত্তী অনার্য্য জাতি বা অনার্য্য সমাজের কোন সুনিপুণ চিত্র রক্ষা করেন নাই। ভারতের সীমায় পদার্পণ করিয়াই আর্য্যগণকে অনার্য্য জাতির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুই জাতির মধ্যে ঘোরতর বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই প্রকার জাতীয় কলহ উপলক্ষে উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফলে আর্য্য সাহিত্যে অনার্য্য জাতির চরিত্র নিরতিশয় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। আর্য্য জাতির চিরঘৃণিত অসুর, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি যে এই অনার্য্য জাতির মলিন চিত্র তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। অনার্য্যগণকে নিপীড়িত করা আর্য্যগণ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। এই প্রকার

জাতীয় বিদ্বেষের ফলে যে অপরাধে আর্য্য জাতীয় অপরাধী সামান্য অর্থদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিত, সেই অপরাধে অনার্য্য অপরাধীর প্রতি শিরশ্ছেদ ও তুষানলের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা বিহিত হইত। আর্য্যগণের এই প্রকার সাম্যবিরহিত কঠোর নীতি অদ্যাপি আর্য্য ব্যবহার শাস্ত্রের প্রতি পত্র কলঙ্কিত করিতেছে।

আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় বর্জ্জনীয় বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষা দান করিয়া ক্রমশঃ অনার্য্যগণের চরিত্র সম্মার্জ্জিত করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা আর্য্যগণ কখন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। গভীর কাননে আর্য্যোচিত তপস্যানিরত অনার্য্যের শিরশ্ছেদ করিয়া রামচন্দ্র ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। শিক্ষা দীক্ষায় অনার্য্যগণ কিসে উন্নত হইয়া ক্রমশঃ আর্য্য সমাজের একাঙ্গীভূত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া সমাজ গঠনের প্রয়াস কোন আর্য্য নৃপতি কস্মিনকালে করেন নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আর্য্য জাতির অনার্য্য দ্বেষ নিরাকৃত হইয়াছে। উদার নীতিমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বাবধি বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদারনীতি অনার্য্য-গণের প্রতি আর্য্য জাতির স্বাভাবিক বিদ্বেষ বহু পরিমাণে প্রশমিত করিয়াছিল। চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীয় সাম্যনীতি প্রণোদিত হইয়া অনার্য্যগণকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছিল। জাহ্নবী তীরে যে নীতির বিকাশে দিগন্ত মুখরিত করিয়া আনন্দময়ী-বাণী গাহিয়াছিল ;—

"ও ভাই মেরেছিস্ তুই কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না।"

সেই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণব আচার্য্যগণ অবাধে অনার্য্য-সমাজে প্রবেশ করিয়া আর্য্যানার্য্যের চিরবিদ্রোহে সন্ধির শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে আর পূর্ব্বের ন্যায় বিরোধ বিদ্রোহ নাই। পাশ্চাত্য সাম্যনীতি-মূলক শিক্ষা ও খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের অবিরাম চেষ্টা ক্রমশঃ উভয় জাতির হৃদয় সঞ্চিত যুগ-যুগান্ত-ব্যাপী বিদ্বেষ বহ্নির ভগ্নাবশেষ নির্ব্বাপিত করিতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে এতদ্দেশে ইসিহাস ও জীবনচরিত রচনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এই বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী লেখক দেশের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় চিরনিগৃহীত অনার্য্যগণের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণের কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস অদ্যাবধি হয় নাই বলিলেও চলে। পশ্চিমবঙ্গের অনার্য্যসমাজের ইতিহাস সংগ্রহকল্পে এতদ্দেশীয় যে সকল শ্রদ্ধেয় লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র রায় সকলের অগ্রনী তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বাবু শরৎচন্দ্র তাঁহার গভীর জ্ঞান, অকাতর পরিশ্রম ও নৈসর্গিক প্রতিভাবলে The Mundas and their Country নামক পুস্তক বঙ্গীয় সমাজকে উপহার দান করিয়াছেন। সে জন্য বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ শরৎ বাবুর নিকট চিরঋণী। অনার্য্য ইতিহাস সংগ্রহে উদাসীন ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শরৎ বাবু প্রণীত গ্রন্থের ভূমিকায় খ্যাতনামা সিভিলিয়ান মিঃ ই, এ, গেট লিখিয়াছেন,—In this country which contains so many primitive tribes, possessing peculiar rights

and customs of the greatest anthropological interest, it has long been a reproach to educated Indians that the task of collecting informations regarding them has been left almost entirely to Europeans. আশা করা যায় শরৎ বাবুও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অপর প্রতিভাবান ঐতিহাসিক অদূর ভবিষ্যতে অনার্য্য ইতিহাসের চিরতিমিরাবৃত কন্দরে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিয়া শিক্ষিত সমাজের কলঙ্ক অপনোদনে অগ্রসর হইবেন।

আর্য্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে আমাদের নেত্র ঝলসিত হইয়াছে। সেই জন্য আমরা প্রথম দৃষ্টিতে অনার্য্য চরিত্রের শিক্ষণীয় বিষয় সকল আয়ত্ত করিতে পারি না। আর্য্যসমাজ শিক্ষা, দীক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতায় অনার্য্যসমাজ অপেক্ষা বহু অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল, সে জন্য আর্য্য চরিত্রে অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ তাহার মোহে অনার্য্যসমাজকে বিস্মৃত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ধীর-চিত্তে অনার্য্য জাতি সম্বন্ধে আর্য্যসভ্যতামূলক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অনার্য্যসমাজ ও অনার্য্য চরিত্রের আলোচনা করিলে তাহাতে যে বহুতর শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। যে জাতি যুগ যুগান্ত ধরিয়া প্রবল পরাক্রান্ত আর্য্য-সমাজের সংঘর্ষে আত্মবিস্মৃত না হইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাসে যে কোন শিক্ষণীয় বিষয় নাই, ইহা মনে করা একটি দারুণ ভ্রান্তি; বিশেষতঃ অনার্য্যসমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ ব্যতিরেকে এতদ্দেশীয় কোন ইতিহাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের অনার্য্য ইতিহাসের লোক বিস্মৃত একটি মাত্র

পরিচ্ছেদ জনসমাজে প্রচার জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনার্য্য ইতিহাস-সাগর মথিত হইলে এবম্বিধ বিবিধ জীবনী ও ঘটনাবলীর উদ্ধার এখনও অসম্ভব নহে। কালবিলম্বে বর্ত্তমান সময়ে পরিজ্ঞাত বহুতর ঘটনা বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইবে এবং তাহাতে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অঙ্গহানি হওয়া অনিবার্য্য।

লাল সিংহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বরাহভূম ও সতেরখানি।

আমরা এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে যে বীরপুরুষের জীবনী সঙ্কলন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, জেলা মানভূমের অন্তর্গত সতেরখানি তরফের অধীনস্থ বাটালুকা নামক গিরি-পরিখা বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সতেরখানি তরফ বরাহভূম পরগণার একাংশ। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে সেই জন্য বরাহভূম ও সতেরখানির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রয়োজনীয়।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিরল, জঙ্গলাকীর্ণ, পর্ব্বত-সঙ্কুল, দুর্গম, কঙ্করময় প্রান্ত ভূমিভাগ প্রাচীনকালে জঙ্গলমহল নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন জঙ্গলমহল, এক্ষণে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম ও সিংহভূম ইত্যাদি জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে এই জঙ্গলমহল একটি পৃথক জেলা ছিল; এবং মেদিনীপুর সহর এই জেলার কেন্দ্র বা সদরস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জেলা জঙ্গলমহলে তৎকালে অনেকগুলি অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্য ছিল। ঐ সকল

রাজ্যে রাজারা প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন ও পালনের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। বঙ্গের মুসলমান শাসন ও মুসলমান সভ্যতা এই সকল অনুর্ব্বর রাজ্যকে স্পর্শ করে নাই। রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজশক্তি চালনা করিতেন, এবং প্রজাগণ প্রয়োজনানুসারে স্ব স্ব রাজার বিজয়-পতাকার নিম্নে সম্মিলিত হইয়া অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিত। জঙ্গল-মহলের অধিকাংশ স্থলে টোডরমল্লকৃত পরগণা বিভাগ নাই। ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্ত্তিত দশশালা বন্দোবস্ত কাল হইতে এক এক রাজার অধিকারভুক্ত যাবতীয় স্থান এক একটি পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে।

জঙ্গলমহল নিতান্ত অনুর্ব্বর ও দরিদ্র স্থান থাকা হেতু বঙ্গের মুসলমান বিজেতাগণ এইস্থানে প্রভুতা বিস্তার জন্য কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য যত্ন করেন নাই। একে দেশ নিতান্ত দরিদ্র, তাহাতে দুর্গমতাহেতু এই স্থানের বিজয় ও শাসন বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল। সে জন্য এই সকল নগণ্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া অনর্থক শক্তি-ক্ষয় করিবার ইচ্ছা বিজেতা মুসলমানগণের মনে উদিত হয় নাই। যদি কখনও কোন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ কোন জঙ্গল রাজার রাজ্য আক্রমণ করিতেন, তিনি রাজার নিকট কিঞ্চিৎ কর আদায় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। তৎকালে জঙ্গলমহলের জল-বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। সুতরাং প্রভূত সৈন্যবাহিনী লইয়া কোন মুসলমান বীর দীর্ঘকাল জঙ্গলমহলে অবস্থান করেন নাই। এই প্রকার অবস্থায় মুসলমান শাসন বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় দৃঢ়ভাবে জঙ্গলমহলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাজাগণের মধ্যে অনেকে বহুসংখ্যক নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী সৈন্য রাখিতেন,

এবং তাঁহারা অনেকে যুদ্ধে কামান প্রভৃতি তৎকাল প্রচলিত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে, যখন মারাঠাগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তৎকালে জঙ্গলমহলের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর রাজ্যের রাজার সহিত মারাঠাগণের অন্যতম দলপতি ভাস্কর পণ্ডিতের এক যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের রাজা কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'দল-মাদল' (দল-মর্দ্দন) নামক প্রকাণ্ড কামান সেই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐ কামান অদ্যাবধি বিষ্ণুপুর কেল্লার প্রান্তভাগে পতিত আছে। ঐ কামানের উপর পারস্য-অক্ষরে "একলাখ" শব্দ ক্ষোদিত আছে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, মুসলমান শাসন সম্যকভাবে জঙ্গলমহলে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, জঙ্গলমহলের অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী রাজাগণ মুসলমান অধিকারস্থ স্থানের সংবাদ রাখিতেন; এবং পারস্য-ভাষাবিৎ ও মুসলমান সভ্যতার সহিত পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ও আচার ব্যবহার ছিল। ফলতঃ ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে সম্যক জঙ্গলমহল কখন একত্রিত বা বাঙ্গালা প্রদেশের একাংশীভূত হয় নাই।

জঙ্গলমহলের যে অংশ বর্ত্তমান মানভূম জেলার অন্তর্গত হইয়াছে, সেই অংশে পঞ্চকোট ও পাতকুম নামে দুইটি প্রাচীন রাজ্য আছে। এই উভয় রাজ্যের রাজারা আপনাদিগকে পশ্চিম প্রদেশাগত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। প্রবাদ এই যে, মানভূম জেলার পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশ যাহা এক্ষণে পরগণা বরাহভূম নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে পাতকুম

রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীনকালে শ্বেত বরাহ ও নাথ বরাহ নামধারী দুই ক্ষত্রিয় রাজকুমার পশ্চিম প্রদেশ হইতে পাতকুমে আসিয়া রাজার অধীনে সৈনিক বিভাগে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গল্প এই প্রকার যে ভ্রাতৃযুগল রাজকুমার; সুতরাং তাঁহাদের মস্তক কিছুতেই অবনমিত হইত না এবং তজ্জন্য তাঁহারা কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। ক্রমশঃ তাঁহাদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া পাতকুম রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন যে, নবাগত সৈনিক কর্ম্মচারীদ্বয় তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন না। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্বেত ও নাথকে দরবারে ডাকাইয়া ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে তাহাদের আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা রাজপুত্র; সুতরাং তাঁহাদের মস্তক স্কন্ধের সহিত এপ্রকার দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ যে তাঁহাদের মস্তক কিছুতেই নত হয় না। রাজা সে দিন তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে রাজা কুমারদ্বয়ের উক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে অশ্বপৃষ্ঠে দূরবর্ত্তী স্থানে বিদায় করিয়া দিয়া উপদেশ দিলেন, যে তাঁহারা সেই স্থান হইতে বেগে অশ্ব ছুটাইয়া রাজবাটীর তোরণ দিয়া একেবারে আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবেন। ভ্রাতৃযুগল চলিয়া যাইবার পর রাজা তোরণদ্বারে এরূপভাবে একখণ্ড তীক্ষ্ণধার করাত ঝুলাইয়া দিলেন, যে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুতগতিতে আগত ভ্রাতৃযুগল করাত দৃষ্টে মস্তক অবনমিত না করিলে, তাঁহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে! কিছুক্ষণ পরে জ্যেষ্ঠ শ্বেত সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহণে তোরণদ্বারে আসিয়া পৌছিলেন, এবং তোরণদ্বারে করাত দৃষ্টে আসন্ন মৃত্যু

জানিয়াও মস্তক অবনমিত করিলেন না। তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। তদনন্তর রাজা দূর হইতে নাথকে অশ্ব সংযত করিতে বলিলেন। নাথ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে তোরণদ্বারে আসিলেন এবং তথায় জ্যেষ্ঠের মৃতদেহ দেখিয়া, বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। এদিকে, রাজাও আত্মকৃতকার্য্যের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। এই প্রকারে মস্তক ও কণ্ঠের দৃঢ় সংযোজন দৃষ্টে ভ্রাতৃযুগলের ক্ষত্রিয়ত্ব ও রাজকুমারত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল তখন রাজা নাথকে আপন রাজ্যের পূর্ব্বাংশ রাজ্য স্থাপন জন্য দান করিলেন। তদনুসারে নাথ বরাহ কর্ত্তৃক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং বরাহ ভ্রাতৃদ্বয়ের নামানুসারে রাজ্যের নাম বরাহভূম হইল।* মহামতি কর্ণেল ডাল্টন বলেন যে নাথ বরাহের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম কেশ বরাহ ছিল। কিন্তু আমরা এতদ্দেশে কেশ বরাহের নাম শুনি নাই। বরাহভূম ও পাতকুম অঞ্চলে নাথ বরাহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্বেত বরাহ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

বরাহভূম রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাতকুম অঞ্চলে আর একটি গল্প শ্রুত হইয়া থাকে। সেখানে এই প্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে একদা বরাট দেশের ক্ষত্রিয় রাজা সপরিবারে শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যাইতে ছিলেন, রাণী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন, কিন্তু রাজা তাহা জানিতেন না। ক্রমশঃ রাজা দীর্ঘকাল পথ অতিক্রম করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে সতেরখানি তরফের সন্নিহিত পর্ব্বতপ্রান্তে রূপসান নামক গ্রামে তাম্বু

*Dalton's Descriptive Ethnology of Bengal P. 175.

সন্নিবেশ করিলেন। সেই স্থানে রাণী দুই যমজ সন্তানপ্রসব করিলেন। রাণী গর্ভ গোপন করিয়া রাজার সহিত দেশ ভ্রমণে, বিশেষতঃ তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন শুনিলে, রাজা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন, এই ভয়ে রাণী সদ্যোজাত শিশু-যুগলকে পর্ব্বতের উপর ফেলিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে রাজা, রাণী ও অনুচরবর্গকে লইয়া শ্রীক্ষেত্রের পথে চলিয়া গেলেন। কাচিৎ বন্যবরাহী কুমারযুগলের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পর্ব্বতের উপরে স্তন্যদানে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে জনৈক বন্যলোক কুমারযুগলকে দেখিয়া, তাহাদিগকে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল; এবং বরাহ-দুগ্ধে বালকদ্বয়ের দেহ রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের যথাক্রমে শ্বেতবরাহ ও নাথবরাহ নাম রাখিল। কালক্রমে কুমারদ্বয় বিশেষ বলশালী বীর হইল। পরন্তু রাজপুত্র থাকা হেতু তাহাদের মস্তক কিছুতেই অবনমিত হইত না। ক্রমশঃ বালকদ্বয়ের সৌন্দর্য্য ও বীরত্ব দেখিয়া পাতকুমপতি তাহাদিগকে সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ-দিগের অভিযোগে তোরণদ্বারে জ্যেষ্ঠের শিরশ্ছেদ ও দানসূত্রে কনিষ্ঠভ্রাতা দ্বারা বরাহভূম রাজ্য স্থাপন ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ব্ব বর্ণিত গল্পের সহিত পাতকুম অঞ্চলের গল্পের মিল ও ঐক্য আছে। শেষোক্ত গল্পে রাজবংশের জাতি ও উৎপত্তির প্রকৃত বিবরণ নিতান্ত সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত। শ্রীক্ষেত্রগামী পশ্চিমদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও অনার্য্যপরিবারে প্রতিপালিত বালক কর্ত্তৃক জঙ্গলমহলের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর রাজবংশ সম্বন্ধেও ঐ প্রকার কাহিনী

প্রচলিত আছে। কাহিনীর সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া স্যার উইলিয়ম হাণ্টার, মহামান্য মিঃ রিজলী, মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ মনস্বীগণ এই সকল জঙ্গল রাজাগণকে অনার্য্য মুণ্ডা-বংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা সময়ান্তরে বরাহভূম সম্বন্ধে মিঃ রিজলীর উক্তি উদ্ধৃত করিব। যাহা হউক বরাহ উপাধিধারী অনার্য্য ভূমিজসন্তান বা আর্য্য রাজকুমার দ্বারা বরাহভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং সেই বরাহের নামানুসারে বরাহভূম রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বরাহভূমের বর্ত্তমান রাজা ঐ আদি বরাহরাজের বংশধর।

ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গাধিকারের পূর্ব্বে জঙ্গলমহলের রাজাগণ নির্দ্দিষ্টভাবে অন্য রাজ-শক্তির অধীন হয়েন নাই। ইংরাজ-সরকার ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিবার পরে বরাহভূম ও অন্যান্য জঙ্গল-রাজ্য প্রকৃত পক্ষে অন্য শক্তির অধীন হইয়াছে। এতদ্দেশের রাজারা সহজে ইংরাজ-শক্তির প্রাধান্য ও কর আদায়ের অধিকার স্বীকার না করায় এখানে ইংরাজগণের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মহামতি ডাল্টন তাঁহার রচিত Ethnology নামক পুস্তকের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"I do not think that the settlement of any of the Bhumij Jungle Mohals was effected without a fight." অর্থাৎ "আমার বোধ হয় বিনা যুদ্ধে জঙ্গলমহলের কোন রাজা ইংরাজ-সরকারের সহিত কর আদায় দিবার জন্য বন্দোবস্ত করে নাই।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাল্টন সাহেব ঘাটশীলার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ডাল্টন বলেন,—"In Dhalbhum the Raja resisted the interference of the British power, and the Government set up a rival power, but after various failures to establish his authority, they set him aside, and made terms with the rebel." অর্থাৎ "ধলভূমের রাজা ইংরাজ-শক্তি কর্তৃক করস্থাপনা কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন। ইংরাজ-সরকার অন্য লোককে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টার পর অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে বিদ্রোহী রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।"

পঞ্চকোটের রাজা যদিও প্রথমে ইংরাজ-সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কর আদায় দিতে ক্রটী করায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চকোট-রাজ্য নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ-সরকারের সহিত প্রতিকূলতাচরণ করিতে থাকায় ইংরাজ-সরকার নিলাম রহিত করিয়া রাজাকে পুনরায় জমিদারী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।*

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সমকালে রাজা বিবেকনারায়ণ বরাহভূমের রাজা ছিলেন। বিবেকনারায়ণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কোম্পানীর সহিত বিরুদ্ধাচরণ করায় কোম্পানী বাহাদুর ১১৮২ সালে তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যত্যাগের পর তাঁহার পুত্র রঘুনাথ

---

*In the year A. D. 1798 when the Pachet estate was sold for arrears of revenue they rose and violently disturbed the peace of the Country till the sale was cancelled. Dalton p. 174.

সিংহ ইংরাজ-সরকারের সহিত প্রথম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তদনুসারে জঙ্গলমহলের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় বরাহ-রাজ্য জমিদারীতে পরিণত ও জমিদারী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বরাহভূম পরগণার দক্ষিণাংশে সতেরখানি তরফ অবস্থিত।

বরাহভূম পরগণার মধ্যে চারিটি প্রধান তরফ বা বিভাগ আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে সতেরখানি, পঞ্চসর্দ্দারী, ধাদকা ও তিনসওয়া। এই চারিটি তরফে বহু প্রাচীনকালাবধি তরফসর্দ্দার উপাধিধারী চারিজন জমিদার বা তালুকদার আছেন। এই সর্দ্দারগণ আপনাপন অধিকার মধ্যে রাজশক্তি পরিচালনা করিতেন। সর্দ্দারগণ বরাহরাজকে আপনাদের অধিপতি বা প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন; এবং বহির্শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্দ্দারগণ বরাহরাজের নেতৃত্বে যুদ্ধযাত্রা করিতেন। এই সর্দ্দারগণ বরাহরাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সহায় ছিলেন। সর্দ্দারগণ অনেকেই নামে মাত্র রাজার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। ফলতঃ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে সর্দ্দারগণ অপ্রতিহতপ্রতাপ ছিলেন। আমরা সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব।

বরাহভূম রাজ্য বা পরগণা পরিমাণে ৬৪২ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই স্থানের অধিকাংশ ভাগ পর্ব্বত ও গভীর অরণ্যে সমাবৃত। কলনিনাদিনী গিরিনদী, উন্নত পর্ব্বত-মালা ও শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যানি, বরাহভূম পরগণার প্রধানতম দৃশ্যবস্তু। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বরাহভূম পরগণার জল বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। পরগণার মধ্যে গতায়াতের রাস্তা ছিল না। রাজা ও সর্দ্দারগণ দুর্গম পর্ব্বত-পরিখা বেষ্টিত উপত্যকায় বাস করিতেন।

তরফ সতেরখানি পরিমাণে প্রায় ১০০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত; এবং তাহার অধিকাংশ ভাগ অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকা-ভূমিতে পরিপূর্ণ। বরাহভূম পরগণার ও মানভূম জেলার দক্ষিণভাগে সতেরখানি তরফ অবস্থিত। সতেরখানির গর্ব্বোন্নত পর্ব্বতমালার পদতল ধৌত করিয়া স্বচ্ছ-সলিলা সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত হইতেছে। সুবর্ণরেখার পর পারে ঘাটশীলা রাজ্যের নগরাজি ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখাভিগামী হইয়া পরিশেষে মধ্যভারতবর্ষের বিশাল পর্ব্বতমালা বিন্ধ্যগিরির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

বরাহভূম পরগণা জঙ্গলমহলের অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যের ন্যায় বন্ধুর, কঙ্করময় ও অনুর্ব্বর। অধিবাসীগণ প্রধানতঃ ভূমিজ ও সাঁওতাল। তাহারা অনেকেই বৎসরের অধিকাংশ সময় মহুল, জোনার, বজ্রা প্রভৃতি খাদ্য আহার করিয়া জীবন যাপন করে। আদিম সর্দ্দারগণও সকলেই ভূমিজ জাতীয় ছিলেন। এই ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ অধিকাংশই নিরক্ষর, সাহসী, বলবান, কলহপ্রিয় ও কষ্টসহিষ্ণু। বর্ত্তমান সময়ে নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা হইতে বহুসংখ্যক প্রবাসী আসিয়া বরাহভূম রাজ্যে বাস করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে প্রধানতঃ ভূমিজ, সাঁওতাল ও তাহাদের বিভিন্ন শাখা কোল, খেড়িয়া, ধাঙ্গর ব্যতীত অন্যলোকের বাস ছিল না। এক্ষণে ভূমিজ প্রভৃতি জাতিরা অনেকে বাঙ্গালাভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। তাহাদের কথিত ভাষা মানভূম জেলার অন্যান্য স্থানেরই ভাষার অনুরূপ। আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি আপনাদের মধ্যে আদিম অনার্য্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে ভূমিজ জাতিই সর্ব্বপ্রধান। তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকে শূকর, কুক্কুটাদি হিন্দুর অখাদ্য ভোজন করিয়া থাকে। বন্যদেবতা বিশেষতঃ দুষ্টাত্মা মারাংবুরুর পূজা স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা বন্যদেবতার নিকট কুক্কুট বলিপ্রদান করে, এবং বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান দোষাবহ মনে করে না। ভূমিজদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বদেশাগত বৈষ্ণব ও গোস্বামীগণ এই ভূমিজ জাতির গুরু। তাঁহারাই ভূমিজগণকে হিন্দুত্বের পথ দেখাইয়াছেন। হিন্দু-সমাজ সে জন্য এই বৈষ্ণব ও গোস্বামীগণের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। খ্রীষ্টীয় যাজকগণ বরাহভূমে কোন কৃতিত্ব দেখাইবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই, এতদ্দেশে তাঁহাদের শুভাগমনের বহু পূর্ব্বাবধি বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই ভূমিজগণের মধ্যে আপনাদের শিক্ষার আলোক প্রসারিত করিয়াছেন।
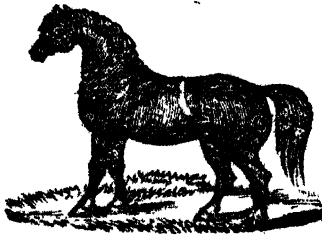
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূমিজ জাতি।

ভারতবর্ষীয় আদিম অনার্য্য অধিবাসীগণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বানর, রাক্ষস প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত হইয়াছে। যৎকালে ঐ সকল সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে জেতাজিত ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। আর্য্যগণের আগমনে যে সকল অনার্য্য জাতি অবনত মস্তকে আর্য্যপ্রভুতা ও আর্য্য-শাসন মানিয়া লইল, তাহারা আর্য্যসমাজে শূদ্রপদবী বাচ্য হইয়া সেবক শ্রেণীতে পরিণত হইল। পরন্তু যাহারা আপনাদের জাতীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসী হইল, তাহারা দুর্গম গিরিসঙ্কুল জঙ্গলময় ভূভাগে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ইউরোপীয় ভাষা ও দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই সকল অনার্য্যজাতির ভাষা, দেহ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অবিরাম অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইউরোপীয় জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা প্রভাবে ভারতবর্ষীয় অনার্য্য অধিবাসীগণের জাতি, সভ্যতা, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বহুতর অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য সভ্যজগতের নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছে। এই আদিম অধিবাসীগণের আচরিত বহুতর প্রথা এক্ষণে সভ্যজাতির দৃষ্টিগোচর হইয়া তাহাদের মনোযোগ ও বিস্ময় উৎপাদন

করিতেছে। যে বন্য সাঁওতাল সামান্য ফল-মূল ও বন্যজন্তুর মাংস আহার করিয়া প্রাণধারণ করে, পরন্তু সভ্যজগতের কোন সংবাদ রাখে না, তাহাদের উপনিবেশ প্রণালী ও সামাজিক অন্যান্য অনেক রীতি যে সুসভ্য জাতিরও অনুকরণীয়, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ভারতীয় অনার্য্য-ভাষাসাগর মন্থন করিয়া মহাপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব Linguistic survey of India নামক যে প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার চতুর্থখণ্ডে মুণ্ডা নামক মূল ভাষার ও তদুৎপন্ন অপর ভাষা সকলের অন্তর্নিহিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় এক স্থলে সাহেব লিখিয়াছেন,—"Kherwar or Kharwar is according to Santali tradition, the name given to the old tribe from which Santals, Hos, Mundas, Bhumij and so forth are descended."

L. S. Vol IV. p. 8.

ভূমিজ জাতির আচার ব্যবহারে সবিশেষ পারদর্শী খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র রায় তাঁহার রচিত গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"Points of Similarity in Vocabulary, in details of grammatical forms, and in principles of language-building, appear to establish a close connection between the Kolarian, Santali, Bhumij, Ho &c."

Mundas & Their Country pp 18, 19.

অর্থাৎ "ভাষা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যাবলী ইত্যাদির সাদৃশ্য

দৃষ্টে কোল, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো ইত্যাদি জাতিগণের মধ্যে জাতিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।"

মুণ্ডা জাতীয় ও অন্যান্য অনার্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় বলেন,—

"The woods and valleys by the sids of the ancient Drisadwati & Saraswati rivers appear to have rung with the Bacchalian songs or durangs of the Mundas and other allied tribes long before the Venerable Arya Rishis of old Chanted their Sonorous vedic hymns on their Sacred banks." অর্থাৎ "প্রাচীন সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর উপকূলবর্ত্তী সমতলক্ষেত্র আর্য্যঋষিগণের বেদগানে মুখরিত হইবার পূর্ব্বে মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য্যগণের প্রেমগানে পূর্ণ হইয়াছিল।"

গ্রিয়ারসান সাহেবের মতে মুণ্ডা জাতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত নিষাদ জাতির নামান্তর মাত্র। তিনি বলেন,—

"In Sanskrit the common name for the Munda aborigines seems to be *Nishad.* They are found to be in the Madhyadesh and in the Vindya range. Their country is said to begin where the river Saraswati disappears in the Sands. In other words, the Nishads lived in the desert and in the hills to the south and east of the stronghold of the Aryans, *i.e,* in districts where we now find Munda tribes of their descendants." L. S, vol IV, p 8,

অর্থাৎ "সংস্কৃত ভাষায় মুণ্ডাজাতীয় অনার্য্যগণ নিষাদ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। মধ্যদেশ ও বিন্ধ্যপর্ব্বত তাহাদের বাসস্থান। যে স্থানে সরস্বতী নদীর জলপ্রবাহ মরুভূমির মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, সেই দেশই নিষাদগণের বাসস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে নিষাদগণ আর্য্য উপনিবেশ সকলের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে পর্ব্বত ও বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করিত। এক্ষণেও ঠিক ঐ স্থানে তাহাদের বংশধর অনার্য্য মুণ্ডাগণ বাস করিয়া থাকে।"

প্রাচীন নিষাদ বা মুণ্ডাগণ বিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের বিবিধ দেশে বাস করিয়া থাকে। সাঁওতাল, হো, ভূমিজ প্রভৃতি জাতিগণ ঐ প্রাচীন মুণ্ডা জাতির বিভিন্ন শাখা মাত্র। মুণ্ডাগণ অপরতঃ কোল নামে পরিচিত। কোল শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বহুতর পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রিয়ারসন সাহেব বলেন, "The word Kol or Kolh is a title applied by Hindus to the Hos, Mundaris, and Oraos, and some times also to the other tribes of the Munda stock." অর্থাৎ "হিন্দুরা হো, মুণ্ডারি, ওরাও এবং অন্যান্য মুণ্ডাবংশীয় জাতিবৃন্দকে কোল আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন।" Vol IV, p 7.

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শিরোমণি মক্ষমুলারের মতে মুণ্ডা ও কোল একই জাতি। গ্রিয়ারসন সাহেব মক্ষমুলারের উক্তি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার একাংশে আছে, These people call themselves Munda which is an ethnic name, I have adopted for the common appellation of the

aboriginal Koles." প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হরিবংশে কোল আখ্যাধারী বীর জাতির উল্লেখ আছে।* অবস্থা দৃষ্টে প্রাচীন নিষাদ জাতি, হরিবংশে কথিত কোল জাতি, এবং বর্ত্তমানকালীন কোল আখ্যাধারী মুণ্ডা জাতির একত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ লক্ষিত হয় না।

আদিম মুণ্ডা ভাষা, ও তাহার রূপান্তরে গঠিত অন্যান্য শাখা-ভাষা সকল দৃষ্টে পণ্ডিতগণ বহুতর তথ্যের মীমাংসায় সমর্থ হইয়াছেন। মুণ্ডা-ভাষা বর্ত্তমান সময়ে প্রধানতঃ ছোট নাগপুর বিভাগীয় প্রান্তরে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বহু ভাষাবিৎ গ্রিয়ারসান সাহেব উপরোক্ত পুস্তকের ভূমিকার একস্থলে লিখিয়াছেন, "The principal home of the Munda languages at the present day is the Chotanagpur plateau. * * They are almost everywhere found in the hills and jungles, the plains & valleys being inhabited by people speaking some Aryan language." অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে মুণ্ডাভাষা প্রধানতঃ ছোটনাগপুর বিভাগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুণ্ডাভাষী লোক সাধারণতঃ পর্ব্বত ও জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। সমীপবর্ত্তী সমতলে আর্য্যভাষাভাষী ব্যক্তিগণ বাস করে।"

কালক্রমে সংস্কৃতমূলক-ভাষার সংস্রবে আসিয়া অনেক স্থলে মুণ্ডা জাতীয় লোক সমূহ ক্রমশঃ সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা, হিন্দী,

*করূশামাদধাক্রোড় শ্চত্বার স্তস্য চাত্মজাঃ। পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্থিবঃ। তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ড্যাঃ কোলাঃ সকেরলাঃ। হরিবংশ, ২২ অ।

প্রভৃতি ভাষা বলিতে শিখিয়াছে। এবং তাহাদের কথিত ভাষার মধ্যেও অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই জন্ত গ্রিয়ারসান সাহেব উক্ত ভূমিকায় একস্থানে লিখিয়াছেন "The Munda race is nuch more wideiy sprcad than the Muuda languages." অর্থাৎ "মুণ্ডাভাষা অপেক্ষা মুণ্ডাজাতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।" প্রকৃত পক্ষে ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত অযোধ্যা পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বাংশের মুণ্ডাবংশীয় ভূমিজগণ বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মানভূম জেলার অধিবাসী মুণ্ডাগণের সম্বন্ধে গ্রিয়ারসান সাহেব লিখিয়াছেন, "InManbhum they are found in the west, and according to Mr, Risley speak Mundari. the Bhumij on the east side of the Ajodhya range speak Bengali.

L. S. Vol IV, p 54.

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আদিম মুণ্ডাভাষা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। গ্রিয়ারসান সাহেব তাঁহার রচিত পুস্তকের চতুর্থখণ্ডে মুণ্ডাভাষার যে সকল শাখা-ভাষার তালিকা দিয়াছেন, ভূমিজভাষা তাহাদের অন্ততম। সাহেব উপরোক্ত পুস্তকে বিবিধ শাখা-ভাষার অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"Santali, Mundari, Bhumij. Birhar, Koda, Ho, Turi, asuri and Korwa are only slightly differing forms of one and the same language. All these tribes are according to Santali traditions, descended from the same stock, and were once known as Kherwars or Kharwars." L. S. Vol IV p 21.

অর্থাৎ "সাঁওতালি মুণ্ডারি, ভূমিজ, বীরহর, কোড়া প্রভৃতি ভাষা একই মূল ভাষার সামান্য রূপান্তর মাত্র। সাঁওতালি প্রবাদ অনুসারে উপরোক্ত জাতি সকল একমাত্র মূলবংশ হইতে উদ্ভূত। ঐ মূলবংশ খাড়ওয়ার বা খেড়ওয়ার বংশ নামে পূর্ব্বে অভিহিত হইত।"

মানভূম জেলার অন্তর্গত বরাহভূম পরগণার ঘাটোয়ালি সেটলমেণ্ট পরিমাপ কার্য্য ইংরাজী ১৮৮২—৮৩ সালে সম্পন্ন হইয়াছিল। অশেষ ভাষাবিৎ পণ্ডিত মিঃ রিজলি সরকার বাহাদুরের নিয়োগ অনুসারে উক্ত সেটেলমেণ্ট পরিমাপ কার্য্যের তত্ত্বাবধারক বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেটেলমেণ্ট পরিমাপ সমাপ্ত হইলে চিরন্তন সরকারী প্রথানুসারে রিজলি সাহেব বাহাদুর যে মন্তব্য বা রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার একাংশে লিখিত আছে,—"There can, I think, be no question that the aboriginal tribe called Bhumij or Bhumij Kols were first Settlers in Barrabhum. Local tradition says that they cleared the soil, their name implies the truth of the tradition and the fact that they hold servicetennres and are the priests of the forestgods are almost conclusive evidence on the point. This tribe has always been treated as a branch of the Kol family bearing the same relation to the Mundas of Lohardaga as the Santals & the Hos. Mr. Notrott speaks of the Bhumij as most closely resembling the Mundas in

speech and manners and * * * Iam inclined to think they are merely Mundas who have for the most part dropped their original languages and gone on for Hinduizing themselves."

অর্থাৎ "ভূমিজ বা ভূমিজকোল নামধারী অনার্য্য জাতি বরাহভূম পরগণার সর্ব্বপ্রথম অধিবাসী। স্থানীয় প্রবাদ এই যে তাহারা সর্ব্বপ্রথম জঙ্গল কাটিয়া এইস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের নাম এই প্রবাদের সমর্থন করে। তাহারা যে চাকরাণ জায়গা ভোগ করে এবং বন্য-দেবতার পূজা করে, তাহা তাহাদের আদিমত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ। এই জাতি চিরকাল কোল-বংশীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। পরন্তু লোহারডাগার মুণ্ডাগণের সহিত সাঁওতাল ও হোগণের জাতিগত যে প্রকার সম্বন্ধ, ভূমিজগণের সহিতও সেই সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মিঃ লোট বলেন যে ভাষা ও আচার ব্যবহারে মুণ্ডাদিগের সহিত ভূমিজদিগের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এবং আমি বিবেচনা করি যে এই ভূমিজগণ সকলেই মুণ্ডা ;—তবে তাহারা অনেকে আদিম ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ হিন্দুত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে।"

স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে ভূমিজগণ মুণ্ডা বংশীয়। সাহেব একস্থলে লিখিয়াছেন, "The Bhumij-Kols of western Manbhum are beyond doubt pure Mundas. They inhabit the tract of the country which lies on bothsides of the subarnarekha river."

Statistical Accounts of Bengal—Vol. XVII, P. 271.

কর্ণেল ডাল্টন সাহেবের মতেও ভূমিজজাতি বরাহভূমের আদিম অধিবাসী। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যভাগ ভূমিজগণের বাসস্থান। সাহেব বলেন, "The Bhumij are no doubt, the original inhabitants of Dhalbhum, Barabhum, Patkum and Baghmundi, and still form the bulk of the population in those and adjoining estates. They may be described roughly as being chiefly located in the country between the Kasai and Subarnarekha rivers.

Dalton, p 173.

কর্ণেল ডাল্টন্ অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, এই 'ভূমিজগণ' সম্ভবতঃ জৈনগণ কর্ত্তৃক 'বজ্রভূমি' নামে অভিহিত হইয়াছে। জৈনগণের চতুর্ব্বিংশ জিন বা তীর্থঙ্কর মহাত্মা বীর এই ভূমিজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মানভূম জেলার অন্তর্গত পরেশনাথ পর্ব্বতে মহাত্মা বীরের আশ্রম ছিল। একদা এই ভূমিজগণ মহাত্মা বীর ও তাঁহার অনুচরগণের উপর তীর চালনা করিয়া এবং অন্যান্য প্রকার উপদ্রব করিয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়াছিল।*

* These Bhumij were probably the 'Vajra Bhumi' (the terrible aborigines) who are described as abusing, beating, shooting arrows at, and baiting with dogs, the great saint Bira, the twenty-fourth Jina or Tirthankar of the Jains.

Journal, Asiatic Sociey, Vol IX, p 186.

সর্দ্দারগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ পরগণার আদিম অধিবাসীগণ প্রধানতঃ ভূমিজ জাতীয়। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বপ্রথমে জঙ্গলাকীর্ণ বরাহভূম পরগণায় প্রবেশ করিয়া জঙ্গল ছেদনে গ্রামস্থাপন ও কৃষিকার্য্যের উদ্বোধন করিয়াছিল। যৎকালে সভ্য আর্য্যগণ অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ভূমিখণ্ড হইতে আদিম অনার্য্যগণকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিলেন, তৎকালাবধি আদিম অনার্য্যগণ আপনাদের শিক্ষানুসারে ক্রমশঃ বন্য-জন্তুর হস্ত হইতে জঙ্গলময় দেশ উদ্ধার করিয়া সেখানে মানব-সমাজের স্থাপনা করিতেছিল। এই মুণ্ডাগণ বরাহভূমের ন্যায় পরিত্যক্ত কঙ্করময় স্থানে সভ্যতার প্রথম আলোক এবং মানব জাতির প্রভুতা প্রথম সংস্থাপনের গৌরবে গৌরবান্বিত। প্রকৃতির হস্ত হইতে মানবের আবশ্যকীয় পদার্থ সংগ্রহ করিবার পন্থা উদ্ভাবন করা সভ্যতার প্রধান গৌরব। ভূমিজ বা মুণ্ডাগণ শ্রমে যত্নে সেই গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে মানভূমবাসী ভূমিজগণ বাঙ্গালাভাষায় কথা কহে। মানভূমের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাই তাহাদের ভাষা। তাহারা সকলেই হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বপ্রদেশাগত গোস্বামী ও বৈষ্ণব মহাপ্রভুদের অনুগ্রহে ভূমিজগণ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। মানভূম জেলায় ভূমিজগণের মধ্যে প্রত্যেকেই আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার উপবীত পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপনিবেশ প্রণালী।

ভূমিজ জাতি বরাহভূমের আদিম অধিবাসী। এই জাতি সর্ব্বপ্রথমে মধ্যভারতবর্ষ ও বিন্ধ্যগিরির সমীপবর্ত্তী দেশ হইতে আসিয়া বরাহভূমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মানব জাতির সহিত বরাহভূমের প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন এই জাতির যত্নে সমাহিত হইয়াছিল।

ভূমিজ জাতির উপনিবেশ প্রণালী ও তাহাদের আচরিত অন্যান্য প্রথা নিতান্ত বিস্ময়কর। আর্য্যগণের দাসত্ব হেয় জ্ঞান করিয়া যে জাতি বিজন-বনে ও দুর্গম গিরিকন্দরে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, এই ভূমিজগণ তাহাদের বংশধর। দেশে শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কিম্বা অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে জীবিকা অর্জ্জনের লোভে দেশত্যাগ করিয়া তাহারা জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিত।

এইরূপে দেশ ত্যাগ করিয়া অনার্য্য মুণ্ডা পুত্র কলত্র ও গৃহ-পালিত পশু লইয়া দুর্গম শৈল-শিখরে বা নির্জ্জন কাননে আপনার কুটীর নির্ম্মাণ করিত। ক্রমশঃ জঙ্গল-ছেদনে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া নবাগত মুণ্ডা সেই চির পরিত্যক্ত স্থানে কৃষিকার্য্যের উদ্বোধন করিত। এই প্রকার আদিম অবস্থায় মুণ্ডাগণ কোন রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিত না। যে সকল নির্জন স্থান

সমীপবর্ত্তী কোন রাজা স্বাধিকারান্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন না সেইস্থানে মুণ্ডা ঔপনিবেশিক আপনার নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিত। বরাহভূম ও সম্যক ছোটনাগপুর বিভাগের প্রথম উপনিবেশ সম্বন্ধে কর্ণেল ডাল্টন বলেন,

Mundaries say they had no Raja when they first took up the country called Chotanagpur.

Ethnology P. 165.

স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রয়াসে মুণ্ডাগণ জঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিত। প্রকৃতপক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক একটি পরিবার এক একটি পৃথক রাজ্যের ন্যায় স্বাধীনভাবে বাস করিত। দলবদ্ধ হইয়া এক স্থানে বাস করিলে পরস্পরের সান্নিধ্যে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় তাহারা তৎকালে গ্রাম বা নগর সংস্থাপন করিত না। ক্রমশঃ এক এক পরিবারের অধিকৃত স্থান এক একটি পৃথক গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই প্রকার প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে নিজ পরিবারের রাজা ছিল। কর্ত্তা স্বহস্তে পারিবারিক দেবতা, পিতৃপুরুষ, ও মানবের অহিত সাধনে নিত্যতৎপর দুষ্টাত্মা মারাংবুরুর পূজা করিত। সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তার প্রাধান্য অবনত মস্তকে স্বীকার করিত। বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে কর্ত্তা স্বয়ং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নেতৃত্ব করিত। এই সকল কারণে কর্ত্তার নাম সম্যক পরিবারের মুণ্ড (বা মস্তক) এবং তাহার অপভ্রংশে মুণ্ডা হইয়াছে; এবং এই প্রকার ঔপনিবেশ ও পারিবারিক শাসন প্রথা ক্রমশঃ মুণ্ডারি প্রথা

নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রকার বিভিন্ন পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল ডাণ্টন বলিয়াছেন,—

"They formed a Congeries of Small Confederate States. Each village had its chief also called a Munda, literally 'a head' in Sanskrit."

Ethnology, p 165.

মুণ্ডাগণের এইপ্রকার বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিবার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। একস্থানে বহুসংখ্যক ব্যক্তি বাস করিয়া থাকিলে বাহিরের শত্রু অতি অনায়াসে তাহাদিগকে জয় করিতে পারিত। দুর্গম ও বিজন স্থানে এইপ্রকারে বিক্ষিপ্ত এক একটি পরিবারকে জয় করিয়া তাহাদিগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা অন্য লোকের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত। পরন্তু মুণ্ডাগণও প্রকাশ্য যুদ্ধ না করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে খণ্ডযুদ্ধে শত্রুকে নিপীড়িত করিতে পারিত। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে মারাঠাগণও এই প্রণালীতে যুদ্ধ করিয়া বিজেতা মুসলমানগণকে বিব্রত ও পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল।

অনার্য্যগণের মধ্যে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি নিতান্ত প্রবল। তাহারা কোন কারণে অপরের কৃপাপাত্র হইবার ইচ্ছা করে না। তাহাদের এবম্প্রকার উপনিবেশ প্রথা দ্বারা এই স্বাবলম্বন প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিতে হইলে প্রত্যেক গৃহস্থকে গৃহস্থের ব্যবহার্য্য যাবতীয় পদার্থ প্রস্তুত করিতে হয়, এবং পরের সাহায্যের প্রত্যাশা না রাখিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ ও বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই প্রকার স্বাবলম্বন বলে মুণ্ডাগণ অদ্যাপি নিরতিশয় সাহসী, দৃঢ়চেতা ও

শ্রমশীল জাতি। প্রাচীনকালে এই সকল স্বাভাবিক গুণে তাহারা আর্য্যগণের সহিত যুগ যুগান্তব্যাপী যুদ্ধেও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে নাই। এই সকল গুণে বাসস্থানের দুর্গমতা, জল বায়ুর অস্বাস্থ্যকরতা, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব প্রভৃতি সহস্র বিপদের মধ্যে পড়িয়াও অনার্য্যগণ আর্য্য জাতির নিকট মস্তক নত করে নাই।

পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি স্নেহ-মমতা মুণ্ডা বা ভূমিজ চরিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গুণ। ভূমিজগণের গ্রাম বা বংশের মধ্যে প্রত্যেকে সমান পরিমাণে সম্মানের অধিকারী হইয়া থাকে। তাহারা বংশের মধ্যে কাহাকেও উচ্চনীচ জ্ঞান করে না। এইজন্য একস্থলে ডাল্টন সাহেব লিখিয়াছেন,

As a village often consisted of one family, the inhabitants were all of the Munda dignity, and hence it became a name for the whole tribe."

Ethnology p 165,

মুণ্ডা বা ভূমিজ পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথানুসারে দায়াধিকারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তথাপি কোন কর্ত্তা বা মুণ্ডা তাহার পরিবারান্তর্গত অপর ব্যক্তিকে আপনার অধীনস্থ বলিয়া মনে করে না।

* চিরন্তন প্রথানুসারে অদ্যাপি গ্রামের কর্ত্তা বা মুণ্ডা প্রধানত্বের অধিকারী। সমগ্র গ্রামের রাজস্ব কর মুণ্ডার নিকট হইতে আদায় হয়। এবং পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপন আপন দেয় রাজস্বের অংশ মুণ্ডাকে আদায় দিয়া থাকে।

কিন্তু গ্রাম বা পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ মুণ্ডাকে আপনাদের ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বীকার করে না।

ভূমিজ পরিবারের মৃত যাবতীয় ব্যক্তি একই শ্মশানে সমাহিত হয়। ভূমিজগণ মৃতদেহের অগ্নি সংকার সম্পন্ন করিয়া দাহনান্তে অস্থি সঞ্চয় করিয়া থাকে। সময়ক্রমে মহা সমারোহে ঐ অস্থি পারিবারিক শ্মশান বা অস্থিশালাতে প্রোথিত করিয়া দিয়া তদুপরি এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড চাপাইয়া দেয়। যে যে গ্রামে মুণ্ডাগণের আদিম উপনিবেশ ছিল সেই সেই গ্রামে উপরোক্ত প্রকার অস্থিশালা বিদ্যমান আছে। ঐ অস্থিশালাতে যে যে ভূমিজ পরিবারের অস্থি সমাহিত হইবার অধিকার আছে, তদ্দৃষ্টে আদি মুণ্ডার বংশধরগণকে অনায়াসে জানিতে পারা যায়।

ভূমিজগণ যে ভাবে জীবনযাপন করিত, তাহার ফলে বাল্যকাল হইতে তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা ও মৃগয়া কৌশল শিক্ষা করিতে হইত। সেইজন্য প্রাচীনকালে ভূমিজগণ নিরতিশয় দ্বন্দ্বপ্রিয়, যুদ্ধবিশারদ ও মৃগয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিধানুসারে নিকটবর্ত্তী পররাজ্য লুণ্ঠন করিয়া তাহারা বিশেষ প্রীতি ও গৌরব উপভোগ করিত। তীরচালনায় তাহাদের সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ভূমিজ রমণীগণ সাধ্যানুসারে উপরোক্ত যাবতীয় কার্য্যে স্বামীর সাহায্য করিতে ত্রুটি করিত না। ভূমিজগণের আচরিত নিম্নোক্ত একটি প্রথা হইতে তাহাদের তৎকালীন জীবনের বিশদরূপ আভাস পাওয়া যায়।

বিবাহের পরদিন ভূমিজগণ অদ্যাপি একটি আচার পালন করিয়া থাকে। সেই দিনে বর-কন্যা মহা সমারোহে স্বজাতীয়

পুরুষ ও রমণীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া স্নানার্থ গ্রাম্য জলাশয়ে গমন করিয়া থাকে। সেই সময়ে বরকে তীর-ধনুক ও কন্যাকে একটি জলের কলসী লইয়া যাইতে হয়। স্নানান্তে সিক্তবস্ত্রে যে সময়ে বর-কন্যা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেই সময়ে বর হস্তস্থিত ধনুকে চাপ যোজনা করিয়া এক একটি তীর সম্মুখ দিকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কন্যা বারিপূর্ণ কলস মস্তকে ধারণ করিয়া ঐ নিক্ষিপ্ত শর কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় তাহা বরের হস্তে সমর্পন করে। তীরচালনায় নৈপুণ্য পুরুষের প্রধান লক্ষ্য, ও যুদ্ধকার্য্যে স্বামীকে সাহায্য করা রমণীর আদর্শ. এবম্বিধ আচারে—ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রকার সামাজিক আদর্শে প্রাচীনকালে ভূমিজজাতির চরিত্র গঠিত হইত। অদ্যাপি ভূমিজ-চরিত্র পরীক্ষা করিলে প্রাচীন আদর্শের বিবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চখুঁট।

গত পরিচ্ছেদে ভূমিজ গণের প্রাচীন উপনিবেশ পদ্ধতির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূমিজ পরিবারগণ বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আপনাদের ভিতর জনৈক বলশালী বীরকে নেতা নির্ব্বাচিত করিত। এবম্প্রকারে নির্ব্বাচিত নেতা বা দলপতিকে ভূমিজগণ নেতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ যৎসামান্য কর প্রদান করিত। আবশ্যক অনুসারে প্রত্যেক পরিবারের সবলকায় ব্যক্তিগণ স্ব স্ব নেতার অধীনে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিত। প্রকৃতপক্ষে এই দলপতি ভূমিজগণের ভূম্যধিকারী ছিলেন না। কালক্রমে ঐ সকল দলপতি মান্কি বা তরফসর্দ্দার আখ্যায় ক্রমশঃ ভূমিজগণের ভূম্যধিকারীতে পরিণত হইয়াছে।

সময়ে সময়ে এক দলপতির নেতৃত্বে বহুসংখ্যক মুণ্ডা পরিবার একযোগে দেশত্যাগ করিয়া নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। নূতন স্থানে বাস করিবার সময়ে এক একটি পরিবার পৃথকভাবে নির্জ্জন স্থানে বাস করিত। এই প্রকার বিক্ষিপ্তভাবে বাস করা ভূমিজগণের একটি বিশেষ প্রথা। যথাসম্ভব স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে তাহারা

এবম্বিধ আচরণ করিত। এই নবাগত স্থানেও ভূমিজগণ দলপতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিত না। এই প্রথার অনুসরণ করিয়া ভূমিজগণ জঙ্গলমহল, মধ্যভারতবর্ষ ও উড়িষ্যা প্রদেশে অসংখ্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

'খুঁট' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'স্তম্ভ'। উক্ত প্রকারে নব-রাজ্যের স্থাপয়িতা তদীয় রাজ্যের 'খুঁট' বা স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সতেরখানি প্রভৃতি তরফের সর্দ্দারগণ তাঁহাদের অধীনস্থ ঔপনিবেশিকগণের নেতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল ডাল্টন্ লিখিয়াছেন,—

"The principal of these are the representatives of the most influential of patriarchs. They originally formed the colony, and each is literally a pillar of the little state called *Khunt*.

Ethnology, p 191.

রিজলি সাহেবের মতে অপেক্ষাকৃত সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া আদিম অবস্থার অনেক পরে ভূমিজগণ পাঁচ প্রধান খুঁট বা শাখায় বিভক্ত হইয়া বরাহভূমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সাহেবের মতে বরাহভূমের চারিজন তরফসর্দ্দার ও রাজা এই পাঁচজন, সেই আদিম পঞ্চখুঁটের প্রতিনিধি। বরাহভূমের ও জঙ্গলমহলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, রীতি নীতি, ভাষা ও আচার ব্যবহার—বিশেষতঃ প্রজা-ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে মহামান্য রিজলি সাহেবের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। রিজলি সাহেবের এই প্রকার মন্তব্য ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন উপযুক্ত কারণ পরিদৃষ্ট হয় না।

সর্দ্দারগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া ঔপনিবেশিক-গণের প্রধান শাখা বা খুঁটের প্রতিনিধিকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল। তদনুসারে বরাহভূমের রাজত্ব সৃষ্ট হয়। সর্দ্দারগণ প্রভুত্ব স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ রাজাকে যৎসামান্য কর প্রদান করিতেন। পরন্তু, প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদিগকে রাজার নেতৃত্বে যুদ্ধে অভিযান করিতে হইত। নিজ নিজ তরফের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্দ্দারগণ সর্ব্বতোভাবে প্রভু ছিলেন। রাজা সর্দ্দারগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলে তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধেও যুদ্ধঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ক্রমশঃ রাজা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতে রাজপরিবারের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কাহিনী রচিত হইতে আরম্ভ হইল।

কালক্রমে ভূমিজগণের আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে তাহারা ঘাটোয়াল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশের শান্তি-সংরক্ষণে নিযুক্ত আছে। তরফসর্দ্দারগণও জাতীয় প্রভুতা হারাইয়া দেশের শান্তিরক্ষণে ব্রতী হইয়াছে। এই প্রাচীন সর্দ্দার-পরিবার-গণের সম্বন্ধে স্যর উইলিয়ম হাণ্টার বলেন,—

"In the fiscal division of Barabhum, four tenures containing about 20 villages a piece, are held by Sarder Ghatwals or Chief guardians of the passes. These tenures are of great antiquity; and in two of these, Satarakhani and Dhadka, the Sarder Ghatwals were semi-independent chiefs, owing to the Raja of Barrabhum a nominal allegiance, which

he was continually obliged to claim by force of arms"

Statistical Accounts of Bengal, Vol XVII, p 334.

অর্থাৎ "বরাহভূম পরগণার মধ্যে তরফসর্দ্দার বা প্রধান ঘাটরক্ষক উপাধিধারী ব্যক্তিগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে চারিটি বিভাগ বা তালুক আছে। এইরূপ প্রত্যেক বিভাগে প্রায় বিংশতি সংখ্যক গ্রাম আছে। এইগুলি অতি প্রাচীন তালুক। ইহাদের মধ্যে ধাদকা ও সতেরখানি তরফের সর্দ্দারগণ অর্দ্ধ-স্বাধীন সামন্তরাজা ছিলেন। তাঁহারা নামে মাত্র বরাহরাজের অধীন ছিলেন। রাজাকে প্রায়ই এই সর্দ্দারদ্বয়ের উপর প্রাধান্য রক্ষার জন্য বাহুবলের আশ্রয় লইতে হইত।"

অপর একস্থলে প্রধান ঘাটোয়ালগণের সম্বন্ধে সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Probably their occupation of the soil is anterior to that of their landlord, who may originally have been a Bhumij himself; and Colonel Dalton Conjectures that (p 174) when the chief was first elected, the more powerful members of the clan became his feudatories, for the purpose of defending the frontiers of the small territory against external enemies. This conjecture is supported by the fact that many of the Sardor or Head Ghatwals are men of great heriditary influence."

Ibid. pp 356—357.

অর্থাৎ "সম্ভবতঃ সর্দ্দারগণ তাহাদের ভূমিজজাতীয় নেতার (বরাহবাজাব) আগমনের বহু পূর্ব্বে তাহাদের অধিকৃত স্থানের উপব প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। কর্ণেল ডাণ্টন অনুমান কবেন, যে সময়ে বরাহরাজ ভূমিজগণ কর্ত্তৃক রাজপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তৎকালে ক্ষুদ্র রাজ্যেব সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য প্রভাবশালী সর্দ্দারগণ মিত্ররাজের স্থান অধিকাব করিয়াছিলেন। তরফ সর্দ্দারগণ বংশ পবম্পরায় যে প্রকাব প্রাধান্য ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন তাহাতে কর্ণেল ডাণ্টনের অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।"

বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মনে কবেন যে ভাবতবর্ষে ইংরাজ জাতিব পদার্পণের পূর্ব্বে নির্ব্বাচনপ্রণালী এতদ্দেশীয়গণের অপরিজ্ঞাত ছিল। সেজন্য অনার্য্যগণের মধ্যে এ প্রকারে নির্ব্বাচন দ্বারা নৃপতিমনোনয়নের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিস্ময়কর তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বরাহরাজবংশের উৎপত্তি ও সর্দ্দারগণের সহিত রাজবংশের সম্বন্ধ বিষয়ে মহামান্য রিজলী সাহেবের Special Notes on Barrabhoom নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা আছে।

"It seems to me that the present distribution of the so-called Ghatwali tenures strongly suggests the inference that a body of *Mundas*, divided into Khunts or Stripes which is a part of their system settled in Burrabhum and cleared the country. There were probably as many Khunts as there are *Tarafs* and the ancestor of the present Zemindar

was the head of the eldest *Khunt.* To him the others owed military service and paid rent in cash and kind, the cash-rent being probably nominal in amount, and then reckoned of minor importance. In course of time the Zemindar from the eldest *Khunt* of the Bhumij became a Hindu, and called himself a Raja."

"The term Bhumihor or Bhuinya is a common title among Ghatwals in Barrabhum at the present day, and if asked to explain it, they say it means clearer of the jungles and owners of the soil. Like the Bhumihors in Lohardaga they do not deny all liability to pay rent, but they say their rent ought not to exceed half that paid by an ordinary raiyat. The present organisation of the Ghatwals in Burrabhum corresponds so exactly to the Mundari village system in Lohardaga that there can hardly be a doubt that it is the same thing under a different name." 19-12-13.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বংশাবলী।

লালসিংহ ভুঞা সতেরখানি তরফের সর্দ্দার ছিলেন। লালসিংহ কোন সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিম্বা কোন সালে তাঁহার লোকান্তর হয়, তাহার নিরাকরণ করা বর্ত্তমান সময়ে সম্ভাবিত নহে। তাঁহার বংশের পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইলেও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা লালসিংহের সুযোগ্য বংশধর সতেরখানি তরফের বর্ত্তমান জমাদার শ্রীযুক্ত বাবু মনমোহন সিংহের নিকট হইতে তাঁহার বংশাবলীর যে প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। বংশাবলীর এতদতিরিক্ত বিবরণ বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে নিহিত। তাহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই।

খাঁড়েপাথর
| (তৎপুত্র)
যুঝার সিংহ ভুঞা
| (তৎপুত্র)
হেমৎ সিংহ ভুঞা
| (তৎপুত্র)

ত্রিভন্ সিংহ ভুঞা
| (তৎপুত্র)
লাল সিংহ ভুঞা
| (তৎপুত্র)
পঞ্চানন সিংহ ভুঞা
| (তৎপুত্র)
ভরত সিংহ ভুঞা
| (মর্দ্দরাজ) (তৎকন্যা)
চিন্তামনি দেবী

মানভূম জেলার অন্তর্গত বেগুনকোদর প্রাচীন রাজবংশের রাজা দিগম্বর সিংহের পুত্র কোঙর (কুমার) জঙ্গরাম সিংহের সহিত চিন্তামনি দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। কোঙর জঙ্গরাম ও চিন্তামনি দেবীর তিন পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু মনমোহন সিংহ, মধ্যম বাবু ভিক্ষাম্বর সিংহ, ও কনিষ্ঠ বাবু বৃন্দাবন সিংহ। সতেরখানি পরিবারের চিরন্তন জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু মনমোহন সিংহ সতেরখানি তরফের বর্ত্তমান জমিদার হইতেছেন।

লালসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ তরফ সতেরখানির অন্তর্গত বাটালুকা গ্রামে বাস করিতেন। বাটালুকা গ্রামের উত্তরে খাঁড়িপাহাড়ি নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী এবং উক্ত গ্রামের দক্ষিণে কাঁটারঙ্গানামক শৈলমালা বহুদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই উভয় শৈলশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় বাটালুকা গ্রামের অধিকাংশ স্থল অদ্যাপি বিশাল শাল জঙ্গলে সমাকীর্ণ। এই পর্ব্বতমালারক্ষিত জঙ্গলের মধ্যস্থলে বাটালুকা একটি ক্ষুদ্র

গ্রাম। গ্রামের উত্তরাংশে কিতাডুংরি নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ে কিতাপাট নামক এক দেবতা আছেন। অদ্যাপি প্রতিবৎসর শ্রাবণমাসে ঐ স্থলে মহাসমারোহে কিতাপাটের পূজা হইয়া থাকে। সত্তেরখানির সর্দ্দারগণ স্বহস্তে ঐ কিতাপাটের পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিতাপাট অনার্য্যগণপূজিত একটি বন্য দেবতা। বাটালুকা গ্রামের মধ্যে কিতাডুংরির সান্নিধ্যে সিংহবংশের আদি বাসবাটী বা গড় ছিল। ঐ স্থানকে অদ্যাপি লোকে কিতাগড় বলিয়া থাকে। এক্ষণে কিতাগড়ের নিদর্শন স্বরূপ কেবলমাত্র পুঞ্জীভূত মৃত্তিকা-স্তূপ অতীত গৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ঐ কিতাগড়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লাল সিংহের জন্ম হইয়াছিল।

বাটালুকা গ্রামের উত্তরে খাঁড়িপাহাড়ি নামক পর্ব্বত সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। খাঁড়িপাহাড়ি ও খাঁড়েপাথরের মধ্যে নামমূলক কোন সম্বন্ধ আছে কি না,—তাহা নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে। খাঁড়িপাহাড়ি পর্ব্বতের নামানুসারে খাঁড়েপাথরের নামকরণ হইয়াছিল, কিম্বা খাঁড়েপাথরের নামানুসারে তাঁহার প্রিয় মৃগয়াক্ষেত্রের খাঁড়িপাহাড়ি নাম হইয়াছে, তাহা কে বলিয়া দিবে? খাঁড়েপাথরের বর্ত্তমান বংশধরগণ জনশ্রুতিমূলে বিশ্বাস করেন যে, খাঁড়েপাথর প্রকৃত নাম নহে; তাহা একটী উপাধি মাত্র। মানভূম জেলায় কাঁড় শব্দের অর্থ তীর। প্রবাদ আছে যে, খাঁড়েপাথর একজন সুনিপুণ যুদ্ধবিশারদ তিরন্দাজ ছিলেন; এবং সেই জন্য তাঁহার ধনুর্ব্বিদ্যানৈপুণ্যের নিদর্শনস্বরূপ তৎকালীন বীরগণ তাঁহাকে কাঁড়েপাথর বা তাহার অপভ্রংশে খাঁড়েপাথর এই উপাধি

দিয়াছিলেন। রাজ্যস্থাপয়িতা বীরের পক্ষে যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচায়ক উপাধি অতি প্রিয় বস্তু। সেজন্য তিনিও সাদরে ঐ নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন। এই প্রবাদ সত্য হইলে, খাঁড়েপাথরের নামানুসারে তাঁহার প্রিয় মৃগয়াক্ষেত্রের নাম খাঁড়িপাহাড়ি হওয়া বিচিত্র নহে। 'পাথর' শব্দ পাত্র শব্দের অপভ্রংশ। তৎকালে এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশে পাত্র বা পাথর শব্দে বিশেষ সম্মানশালী ব্যক্তি বুঝাইত। বরাহভূমের অপর তরফ পঞ্চসর্দ্দারীর সর্দ্দারগণ অদ্যাপি 'পাত্র' উপাধিতে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। লাল সিংহের সমকালে যিনি পঞ্চসর্দ্দারির অধীশ্বর ছিলেন, তাহার নাম কিশন পাথর।

মানভূম জেলার অন্তর্গত পাতকুম পরগণার রাজাগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিক্রমাদিত্য নামধারী জনৈক বীরপুরুষ পাতকুম রাজবংশের স্থাপয়িতা। প্রবাদ এই যে, বিক্রমাদিত্য পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া বাহুবলে পাতকুম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাতকুম রাজবংশে বিক্রমাদিত্য নামধেয় একাধিক রাজা ছিলেন। পাতকুম রাজবংশের জনৈক বিক্রমাদিত্যের সহিত খাঁড়েপাথরের যুদ্ধ হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। অবস্থানুসারে এ প্রকার যুদ্ধঘটনা অসম্ভব নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা জনশ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

লালসিংহ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথমভাগে আপনার বিস্ময়কর সামরিক প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। খাঁড়েপাথর লালসিংহের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। সুতরাং তৎকালীন লোকের পরমায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল বলিয়া ধরিয়া লইলেও খাঁড়েপাথরের প্রাদুর্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে যায় না।

বরাহভূম পরগণার যে অংশের জঙ্গল ও পর্ব্বতে খাঁড়েপাথর বাস করিতেন, তাহা পাতকুম রাজধানীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী। সুতরাং পাতকুমের রাজা কর্ত্তৃক খাঁড়েপাথরের উপর অধিকার-বিস্তার জন্য অভিযান করা বা তদুপলক্ষে কোন যুদ্ধ হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নহে। অথবা এই সর্দ্দারগণ যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহাতে খাঁড়েপাথর পাতকুম রাজ্যের প্রজাগণের উপর অত্যাচার করা এবং তাঁহার শাসনকল্পে পাতকুমরাজ কর্ত্তৃক খাঁড়েপাথরের বিরুদ্ধে অভিযান ও তদুপলক্ষে কোন যুদ্ধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে বিস্মৃতির তিমির-গর্ভ ভেদ করিয়া এই সকল ব্যাপারের আমূল বিবরণ সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা।
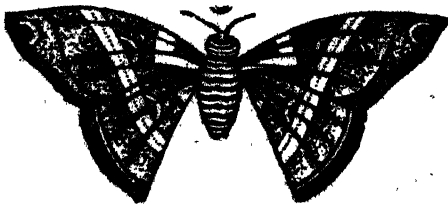
লালসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বীর ছিলেন। তৎকালে জঙ্গলমহলের অধিবাসীগণ নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল। সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী রাজ্যের সহিত যুদ্ধ ও যুদ্ধান্তে বিজিত-রাজ্য লুণ্ঠন তাহারা বিশেষ গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া মনে করিত। সর্দ্দারগণের সহিত বরাহরাজের যে প্রকার সম্বন্ধ ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। সতেরখানির সর্দ্দারগণ বরাহরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে রাজা কর্ত্তৃক চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হইতেন না। সর্দ্দারগণ সুবিধানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেন; এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন শক্তিচালনার অবসর ছিল। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সর্দ্দারগণ বরাহরাজের অধীনে সমবেত হইতেন; এবং সৈন্য ও রসদ দ্বারা রাজার সাহায্য ও বলবৃদ্ধি করিতেন। পরন্তু নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে সর্দ্দারগণ সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। যে সকল যুদ্ধে সর্দ্দারগণ রাজার সহায়তা করিতেন, তাহাতেও সর্দ্দারগণ রাজার সহকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এইরূপ স্থলে রাজাকে অনেক সময়ে এই সর্দ্দারগণের মতামতের অপেক্ষা করিতে হইত। সর্দ্দার ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ চোয়াড়

নামে অভিহিত হইত। রাজা, সর্দ্দার ও চোয়াড়গণের পরস্পর সম্বন্ধ এবং চোয়াড়সৈন্য গঠনের প্রণালী সময়ান্তরে সবিশেষ আলোচিত হইবে। সর্দ্দারগণ বরাহরাজের নেতৃত্ব স্বীকার করিলেও সময়ে সময়ে তাহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইত না, এবং অনেক সময়ে বরাহরাজের রাজশক্তি সর্দ্দারগণের নিকট মস্তক অবনত করিত।

লালসিংহের পিতা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত সর্দ্দার ছিলেন। তিনি অনেক সময় আপন বিপুল চোয়াড়বাহিনী লইয়া সমীপবর্ত্তী শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, সুপুর, ধলভূম, এমন কি বরাহভূম রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেন। তাঁহার উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া উপরোক্ত রাজ্যের অধিপতিগণ নিরতিশয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজাগণ একে একে ত্রিভন সিংহের সহিত বাহুবল পরীক্ষা করিয়া পরাস্ত হইলেন। শেষে ত্রিভন সিংহের উৎপাতে তাঁহাদের বাস করা দায় হইয়া উঠিল। উৎপীড়িত রাজাগণ ত্রিভন সিংহের উপদ্রবে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া শেষে সকলে একত্রিত হইয়া ত্রিভন সিংহকে দমন করিবার জন্য দলবদ্ধ হইলেন। ত্রিভন সিংহ বরাহরাজের অধীন জনৈক করদসর্দ্দার; সুতরাং তাঁহার আচরণে বরাহরাজের মর্ম্মবেদনা সমধিক তীব্র হইয়া উঠিল। যাবতীয় শক্তি সমবেত করিয়া ত্রিভন সিংহকে দমন করিবার জন্য বরাহরাজ অন্য রাজাগণের অগ্রণী হইলেন। এই সময়ে বঙ্গের মুসলমান শক্তি নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়াছিল এবং ইংরাজ শক্তি তখনও সমধিক আত্মপ্রতিভা বিকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই অবস্থায় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ত্রিভন

সিংহের সহিত বরাহরাজপ্রমুখ রাজাগণের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ বিবেকনারায়ণ বরাহভূমের রাজা ছিলেন। রাজা বিবেকনারায়ণ খ্রীষ্টীয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রঘুনাথনারায়ণ সিংহ তাঁহার স্থলে রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হইবে। ত্রিভন সিংহের সহিত যুদ্ধে বালক রঘুনাথের নেতৃত্ব গ্রহণ করা অবস্থানুসারে অসম্ভব। বিবেকনারায়ণ বিশেষ বলশালী বীর ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নেতৃত্বে রাজন্যবৃন্দ চালিত হওয়া অসম্ভব নহে। রাজা বিবেক-নারায়ণের শাসনকাল ও ত্রিভন সিংহের প্রাদুর্ভাবকাল অঙ্ক হিসাবে ঠিক সমকালবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে লালসিংহ আপনার বীরত্বে ও প্রতাপে সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ত্রিভন সিংহের মৃত্যুকালে লালসিংহ নিতান্ত শিশু ছিলেন। ত্রিভন সিংহের যুদ্ধকাল খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ৩০শে হইতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হওয়া অবস্থানুসারে সম্ভব। তাহা হইলে সেই সময়ে বিবেকনারায়ণ বরাহভূমের রাজা ছিলেন।

রাজা বিবেকনারায়ণের নেতৃত্বে ধলভূম, অম্বিকানগর, সুপুর ও শ্যামসুন্দরপুরের রাজা সতেরখানি আক্রমণ করিলেন। সতের-খানির প্রান্তভাগে দীর্ঘকাল ধরিয়া ত্রিভন সিংহের সহিত সমবেত রাজন্যবর্গের যুদ্ধ হইল। অসহায় ত্রিভন সিংহ দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্রমশঃ হতবল হইতে লাগিলেন। শেষে ত্রিভন সিংহ সম্মুখ সমরে জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মারাঠাদিগের ন্যায় চোয়াড়গণ খণ্ডযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ ছিল। একদা

ত্রিভন সিংহ সুদীর্ঘকাল এইভাবে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নিজ বাটালুকার গড়ে আশ্রয় লইলেন। সমবেত রাজাগণ এখানেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বাটালুকার প্রান্তভাগে কাটারঙ্গা পর্ব্বতের তলদেশে উভয় পক্ষের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে ত্রিভন সিংহের পরাজয় হইল। কিন্তু বীরহৃদয় ত্রিভন সিংহ শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন না। মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও ত্রিভন সিংহ অমিত পরাক্রমে সম্মুখসমরে লিপ্ত রহিলেন। অবশেষে ক্রমশঃ তাঁহার সৈন্যবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অনেকে হত হইল। দিবা অবসানকালে ত্রিভন সিংহ সম্মুখ-সমরে শত্রুগণের হস্তে নিহত হইলেন। ত্রিভন সিংহের মৃত্যু ঘটিলে, যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল।

তৎকালে যুদ্ধান্তে বিজয়ী বীরগণ শত্রুরাজ্য লুণ্ঠন করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিতেন। সমবেত রাজন্যগণ পূর্ব্বাচরিত রণ-নীতির অনুসরণ করিয়া সতেরখানি রাজ্য লুণ্ঠন ও সেখানে অত্যাচারের একশেষ করিলেন। বাটালুকা দুর্গ লুণ্ঠিত ও ভূপ্রোথিত হইল। ত্রিভন্ সিংহের পত্নী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ ও শত্রুগণের দুর্গাক্রমণের সংবাদ অবগত হইয়া বৃথা শোকে মুহ্যমান হইলেন না। তিনি বীরপত্নী ও বীরের জননী ছিলেন। শত্রুর করে আত্মসমর্পণ করা তিনি সমীচীন বলিয়া স্থির করিলেন না। তৎকালীন রাজারা যে প্রকার অত্যাচারপ্রিয় ও বর্ব্বর-প্রকৃতি ছিলেন, তাহাতে হয়ত তাঁহাদের হস্তে আত্মসর্পন করিলেও তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল শিশুপুত্র লালসিংহের জীবনান্ত ঘটিত। অতঃপর আমরা রাজাগণের যে সকল অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব তদ্দৃষ্টে এ প্রকার অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ত্রিভন সিংহের পত্নী এক হস্তে

সীমন্তের সিন্দুর মুছিতে মুছিতে ও অস্ত হস্তে শিশুপুত্র লালসিংহকে ক্রোড়ে লইয়া রজনীর অন্ধকারে আত্মগোপন করতঃ দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। জনৈকা বালিকাভৃত্যা এই বিপৎকালেও সর্দ্দার রমণীকে পরিত্যাগ করে নাই। সে তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে জীবিত কোন কোন লোক ঐ ভৃত্যাকে দেখিয়াছিলেন। ঐ সকল লোক ভৃত্যার নিকট যে প্রকার বিবরণ শুনিয়াছিলেন,, তাহার এবং সতেরখানির সাধারণ জনশ্রুতিমূলে এই পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সংগ্রহ করিতে হইলে জনশ্রুতিকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। সুতরাং "নষ্টমূলা জনশ্রুতি" এই প্রাচীন বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসের এই পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছে।

যুদ্ধান্তে বাটালুকা গ্রাম, কিতাগড় এবং সতেরখানির অন্যান্য স্থান লুণ্ঠিত হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্যনিচয় বিজয়গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ বিজয়ী রাজারা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন। লুণ্ঠিত বস্তু সকলের মধ্যে সিংহপরিবারের প্রাচীন কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺কালাচাঁদ জিউ বিগ্রহ অংশবণ্টনে সুপুরের রাজার অংশে পড়িয়াছিল। কালাচাঁদজিউ অদ্যাবধি সুপুর রাজবংশের কুলদেবতা হইয়া বাঁকুড়া জেলার প্রান্তে রহিয়াছেন।

যুদ্ধান্তে শত্রু-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া বিজয়ী রাজারা ত্রিভুন্ সিংহের একমাত্র বংশধরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশু বা তাহার জননীর কোন উদ্দেশ মিলিল না। বিশ্বস্ত প্রকৃতিপুঞ্জ লালসিংহকে ধরাইয়া দিবার কোন চেষ্টা করিল না। তখন বিজয়ী রাজারা মহাক্রোধে সতেরখানির প্রজাগণের উপর

অত্যাচারের একশেষ করিতে লাগিলেন। সতেরখানি তরফের প্রজাগণের যাবতীয় গো, মেষ, মহিষ, শূকরাদি গৃহপালিত জন্তু বাটালুকাতে নীত হইল; এবং সেখানে গর্ব্বোদ্ধত, পশুপ্রকৃতি রাজাগণ ও তাহাদের অনুচরবর্গ 'বর্চ্ছি' বা বল্লমের আঘাতে খোঁচাইয়া ঐ সকল পশুকে নিহত করিল। বাটালুকা গ্রামের প্রান্তভাগে যে উন্নত ভূমিখণ্ডের উপর রাজাগণ ঐ সকল গৃহপালিত পশুকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন ঐ স্থান অদ্যাপি ঐ নৃশংসতার স্মরণচিহ্নস্বরূপ 'বর্চ্ছিগাদা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি লোকের কুসংস্কার আছে যে ঐ বর্চ্ছিগাদার উপর কাহাকেও যাইতে নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাল্যজীবন।

কোন সালে লালসিংহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, কিম্বা কোন সালে তাঁহার লোকান্তর হয়, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। সদ্য-বৈধব্য-পীড়িতা বীর-জননীর অঙ্কারূঢ় শিশু লাল-সিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী তদীয় জীবনের কোন চিত্র আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। নিয়তমুখরা জনশ্রুতিও এস্থলে নীরব। কল্পনার আশ্রয়ে লালসিংহের জীবনীর সেই অঙ্ক উদ্ঘাটন করিবার নিরর্থক চেষ্টা আমরা করিব না। শত্রুর হস্তে পিতৃরক্তপাতের দারুণ সন্তাপ ও তদীয় জীবন রক্ষার্থ বীর-জননীর সাগ্রহ আকুলতা, লালসিংহের জীবনীর এই প্রথম শিক্ষা ব্যতীত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য শিক্ষার কথা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। লালসিংহের জননী যদি স্বামী-নিধন সংবাদে "অশ্রুজলৈর্ধরাতলমভিষিঞ্চন্" রোদন করিতেন, তাহা হইলে হয় ত শিশুও জননীর অঞ্চল ধরিয়া রোদন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপভার কথঞ্চিৎ নিরাকৃত করিত; কিন্তু সে প্রকারে অশ্রুজলে হৃদয়ের সন্তাপ অপসারিত করিবার অবসর তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ত্রিভুবন সিংহের মৃত্যু-সংবাদ গড়ে পৌঁছিবার পরক্ষণেই বিজয়োন্মত্ত পিশাচ প্রকৃতি শত্রু-সৈন্যের দারুণ কোলাহল গড়ের

দ্বারে পৌঁছিল। আর লালসিংহের জননী অপত্যস্নেহ ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপে দুর্গের পশ্চাদ্বার দিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া রজনীর অন্ধকারে ব্যাঘ্র-ভল্লুক সমাকুল, জঙ্গলাকীর্ণ, দুর্গম পর্ব্বতপথে অন্তর্হিত হইলেন। পর্ব্বতের উপর হইতে সমস্ত রাত্রি নিম্নে বিজয়োন্মত্ত শত্রুগণের ভৈরবনিনাদ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া প্রতিক্ষণে তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। বীরপত্নী ও বীর-জননীর তৎকালীন মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। এইরূপ অবস্থায় মহাকবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"পতি যোদ্ধা যার, তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়;
জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন,
বীরপত্নী কিসে হয়?"

লালসিংহের জননী রমণীর সারধন বীর-স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার কর্ত্তব্যের কঠোরতা সমধিক হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি বিজন অরণ্যে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া দিবাভাগে কখন লতাগুল্ম-পরিবৃত, গভীর অরণ্যে, কখন বা নির্জন গিরিগুহায় অবস্থান করিতেন। এই প্রকারে, বন্যফলমূলে দেহরক্ষা করিয়া তাঁহারা কয়েক দিন অতিবাহিত করিলেন।" প্রবাদ আছে যে কয়েক দিবস পরে কয়েকজন বন্যলোক তাঁহাদিগের সন্ধান অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লুক্কায়িত রাখিত; এবং আপনারা অক্লান্তপরিশ্রমে দিবারাত্রি তীর ও বল্লম হস্তে সর্দ্দার-রমণী ও তাঁহার শিশুসন্তানের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর থাকিত। সন্তেরখানির এই সকল বিশ্বস্ত প্রকৃতিপুঞ্জ শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও শত্রুগণকে সর্দ্দার-রমণীর, কি শিশু লাল-

সিংহের সন্ধান বলিয়া দেয় নাই। বীর অনার্য্য জাতির মধ্যে এবম্প্রকার প্রভুভক্তি নিতান্ত সুলভ।

বিজয়ী রাজাগণ কয়েক দিন ধরিয়া সতেরখানি লুণ্ঠন ও ত্রিভন সিংহের একমাত্র বংশধরের অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন লালসিংহের জননী শিশুপুত্রকে লইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে সতেরখানির অন্তর্গত সারিগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমশঃ সতেরখানির বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষক প্রকৃতিপুঞ্জ লালসিংহের নিরাপদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার দর্শনকামনায় সারিগ্রামে সমবেত হইল; এবং তাহারা শিশুকে আপনাদের সর্দ্দারপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে গদিতে অভিষিক্ত করিল।

সতেরখানির তৎকালীন অধিবাসী অধিকাংশ প্রজাই ভূমিজ, সাঁওতাল ও অন্য জাতীয় মুণ্ডা ছিল। তাহারা সকলেই দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধপ্রিয় ও বলশালী ছিল। যে সকল ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিত; শিক্ষা, চরিত্র ও ব্যবহারে তাহারা ঐ সকল বন্যপশুর সহিত তুলনীয় হইবার অযোগ্য ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে সতেরখানি বহির্শত্রুর উপদ্রবে নিরতিশয় উপদ্রুত ছিল। তথাপি প্রকৃতিপুঞ্জ কি জন্য সেই শিশুকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বীর জাতির মধ্যে রাজ-ভক্তির দৃষ্টান্ত নিতান্ত সুলভ। সেই রাজ-ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া বন্যগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও পলায়মান সর্দ্দার-পত্নী ও সর্দ্দার-শিশুর রক্ষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। বিশেষতঃ খুঁটের প্রধানকে মুণ্ডা ও সাঁওতালগণ দেবতার নিম্নেই আসন প্রদান করিয়া থাকে। যে খাড়েপাথরের নেতৃত্বে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সতেরখানিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ

হইয়াছিল, যে ত্রিভন সিংহের নেতৃত্বে তাহারা বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আপনাদের বাহুবলে নিকটবর্ত্তী রাজন্যগণকে বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করিয়াছিল, শিশু লালসিংহ সেই বংশের একমাত্র বংশধর। সুতরাং তাহাদের গৌরবান্বিত সর্দ্দারবংশের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাহাদিগকে এই কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

লালসিংহ আজীবন সারিগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সারিগ্রামের চারিদিকে পর্ব্বতমালা অভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া আছে। দুর্গম পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ না হইলে কোন দিক দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ নাই। চারিদিকে পর্ব্বতমালা ও তাহার উপত্যকাভূমি নিবিড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ। আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি, তৎকালে এই সকল পর্ব্বত ও জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বন্যহস্তী অবাধে বিচরণ করিত। ময়ূর, শুক প্রভৃতি বন্যপক্ষী এই সকল স্থানে অদ্যাবধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতির কমনীয় শোভা ও ভীষণ বিপদসঙ্কুলতা, এই উভয়ের সংমিশ্রণ এইস্থানে যে প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, অন্যত্র সেরূপ বিরল। এই অনধিগম্য কঙ্করময় ভূখণ্ডে লালসিংহের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রকৃতির সহিত নিয়ত সংগ্রামে মানব চরিত্রের যে স্বাভাবিক দৃঢ়তা জন্মে, লালসিংহের তাহাই হইয়াছিল।

এই সকল দুর্গম, হিংস্রজন্তুপূর্ণ ভূভাগে অষ্টমবর্ষীয় কৃষক-বালক গোচারণে যাইতে হইলে তীর-ধনুক ও বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া গৃহের বাহির হয়; এবং দৈবক্রমে হিংস্রজন্তুর সম্মুখীন হইলে পশ্চাৎপদ না হইয়া করস্থ অস্ত্রের সাহায্যে সোৎসাহে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া থাকে। স্বভাবের প্রয়োজন অনুসারে মানবচরিত্র গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। সহরবাসী বালক দিবসে শস্ত্রশালায়

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র দেখিয়া আসিলে, রাত্রিতে নিদ্রাবেশে 'বাঘের স্বপ্ন' দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হয়। আর এই সকল আরণ্যপ্রদেশে রাখালবালকগণ দলবদ্ধ হইয়া তীর হস্তে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় মুণ্ডা জাতির অপর শাখা হোবংশীয় বালকগণের বাল্যশিক্ষা, ধনুর্ব্বিদ্যা-নৈপুণ্য এবং বয়স্ক-ব্যক্তিগণের আচরিত ক্রীড়া ব্যায়ামাদি সম্বন্ধে মিঃ ডাল্টন বলেন,—

"Hoe are fair marksmen with the bow and arrow, and great sportsmen. From childhood they practise archory. Every lad tending cattle or watching crops makes this his sole pastime, and skill is attained even in knocking over small birds with blunt arrows."

Dalton, p 195.

অর্থাৎ "হো জাতীয় মুণ্ডাগণ তীর-ধনুক দ্বারা সুন্দর লক্ষ্যভেদে সমর্থ, এবং তাহারা সুনিপুণ শিকারী। বাল্যকাল হইতে তাহারা তীরচালনা শিক্ষা করে। প্রত্যেক বালক গরু চরাইবার কি শস্যরক্ষা করিবার সময় তীর-ধনুক লইয়া বাহির হয়, এবং অবসর-কাল তীর চালনায় অতিবাহিত করে। ইহাই তাহাদের প্রধান ক্রীড়া। তাহারা ফলক-বর্জ্জিত তীর দ্বারা পক্ষী স্বীকার করিয়া থাকে।" হোগণের সহিত ভূমিজগণের ক্রীড়া, ব্যায়াম ও তীর-চালনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। হোদিগের সম্বন্ধে সাহেবের সিদ্ধান্ত ভূমিজগণের সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

লালসিংহ বাল্যকালে এই সকল কৃষকবালকগণের সহিত পর্ব্বত ও অরণ্যে বিচরণ করিতেন। ধনুর্ব্বিদ্যা ও বীরোচিত

অন্যান্য কার্য্যের শিক্ষাই তাঁহার জীবনের প্রধান শিক্ষা। তিনি সারিগ্রামের সন্নিহিত পর্ব্বত ও জঙ্গলে সমবয়স্ক রাখাল বালকগণের সহিত তীর চালনা ও মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন। লালসিংহ স্বভাবের ক্রোড়ে সমবয়স্ক কৃষকবালকগণের সহিত দুর্গম পর্ব্বত ও অরণ্যে মৃগয়াচারী হইয়া যে শিক্ষা ও সংস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎজীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। স্নেহময়ী বীরজননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার চরিত্রে বংশগত বীরত্বাভিমান ও বিজয়স্পৃহা প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। বিপন্নের রক্ষা ও শত্রুর সহিত সংগ্রাম তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

লালসিংহের জননী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। লালসিংহের শৈশবকালে তিনি রাজত্বের তত্ত্বাবধারণ, দুর্ব্বৃত্তের দমন ও আশ্রিতের পালনকার্য্য দৃঢ়তা সহকারে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে ও পালন গুণে সর্দ্দারবংশের প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাভাবিক অনুরাগ অক্ষুণ্ণ ছিল। লালসিংহ বাল্যকালে জননীর নিকট সমবেতরাজশক্তির নিকট জনকের পরাজয় ও হত্যার বিবরণ শুনিতেন, এবং বাহুবলে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও পিতৃঘাতীগণের দণ্ডবিধান জন্য সংকল্প করিতেন। তাঁহার বাল্যকালীন আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

বাল্যকাল হইতে লালসিংহ মৃগয়াপ্রিয় ও অস্ত্রচালনায় নিপুণ হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার চরিত্রে সাহস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সমরকুশলতা এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার বীরজননীর আদর্শচরিত্র তাঁহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দেড় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জননীর ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠাসম্পন্না, ধীমতি অনার্য্য রমণী এদেশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বর্ত্তমান যুগের পাঠকগণের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু এই মুগ্ধা রমণীগণের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদের সদ্গুণাবলীর আলোচনা করিলে, তাহাদের মধ্যে এবম্প্রকার নারী চরিত্রের আরও অনেক আদর্শ মিলিবে।
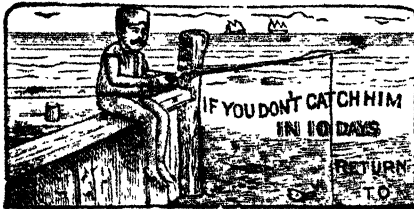
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

---*---

চোয়াড় সৈন্য।

চোয়াড়গণ সাধারণতঃ তীর, ধনুক, তরবারি ও বল্লম লইয়া যুদ্ধ করিত। বন্দুকের ব্যবহার ও তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। পদস্থ সৈন্যগণ প্রাচীন প্রথায় নির্ম্মিত পলিতাদার বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতে জানিত। সাধারণ সৈনিকের বন্দুক ক্রয় করিবার সামর্থ্য হইত না। বিষ্ণুপুরের ন্যায় এই সকল স্থানে কামান ব্যবহারের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কামানের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে রাজা বা সর্দ্দারগণের গড়ে তাহার কিছু না কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুর রাজবংশের গৌরবসূর্য্য বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি বিষ্ণুপুরের গড়ে স্থানে স্থানে কামানের ভগ্নাবিশিষ্ট অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। চোয়াড়গণ যে কখনও কামান ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ বা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সাধারণ সৈনিকগণ পদব্রজে অসি, তীর ও বল্লম লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। তীরধনুক নিম্নশ্রেণীর সৈন্যগণের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র ছিল। ধনুকের দণ্ড বংশনির্ম্মিত এবং তাহার গুণ বাঁশের ছালে প্রস্তুত হইত। বেত্র, শর বা কঞ্চির অগ্রভাগে লৌহ-শলাকা সংযুক্ত করিয়া তাহারা তীর প্রস্তুত করিত। চর্ম্ম-

নির্ম্মিত দুইটি তূণে শতাধিক তীর লইয়া ধনুকহস্তে চোয়াড়গণ যুদ্ধযাত্রা করিত। শিক্ষাগুণে চোয়াড়েরা অদ্যাবধি এক তীরে চারি পাঁচ রসি দূর হইতে ভীষণ ব্যাঘ্র ও বন্য-হস্তী পর্য্যন্ত শীকার করিয়া থাকে। শিক্ষিত ভূমিজ ও সাঁওতাল তিন চারি রসি দূর হইতে তীরের দ্বারা উচ্চস্থানে রক্ষিত সুপারিফল বিদ্ধ করিয়া থাকে। এই তীর ও ধনুক তাহাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এবং যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ছিল। চোয়াড়গণের অদম্য সাহস, ক্ষিপ্রগতিতে পর্ব্বত আরোহণ ও অধিরোহণে পটুতা তাহাদিগকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলিয়াছিল। শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে তীর ধনুক, বন্দুকের তুল্য কার্য্যকারী হইয়া থাকে। বরাহবাজারের বিদ্রোহী রাজকুমার গঙ্গানারায়ণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জিরপা লায়ার তীর-চালনা-নৈপুণ্যের প্রবাদ অদ্যাপি শতমুখে এই সকল স্থানে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত পদস্থ সৈনিকেরা অশ্বপৃষ্ঠে বন্দুক হস্তে সৈন্যদলের অগ্রবর্ত্তী হইতেন।

সাধারণ সৈনিকগণের বেশভূষা অতি সামান্যরূপ ছিল। স্বল্পপরিসর মোটা ধুতি ও ঐরূপ বস্ত্রের পাগড়ী ব্যতীত তাহাদের অপর কোন পরিচ্ছদ ছিল না। অপেক্ষাকৃত পদস্থ সৈনিকগণ ধুতি ও পাগড়ী ব্যতীত কোর্ত্তা বা হাতকাটা জামা ব্যবহার করিত। কোন কোন যোদ্ধা লৌহনির্ম্মিত-বর্ম্মে দেহরক্ষা করিতেন এ প্রকার প্রবাদ ও শ্রুত হইয়া থাকে। মোটের উপর চোয়াড়গণের অস্ত্র শস্ত্র ও তাহাদের পরিচ্ছদ নিতান্ত মোটামুটি রকমের ছিল।

ভূমিজদিগকে পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী লোকে ঘৃণাসূচক চোয়াড় আখ্যায় অভিহিত করিত। নিকটবর্ত্তী স্থানসকলের অধিবাসীগণ

তাহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। চোয়াড়গণের আচরিত যুদ্ধ ও লুণ্ঠনাদি কার্য্য 'চোয়াড়ি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ডাল্টন্ সাহেব বলেন যে, "অতি সামান্য কারণে অনেক স্থলে এই চোয়াড়গণ যুদ্ধ, নরহত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইত। চোয়াড়গণ ইংরাজ জাতির শাসনাধীন হইবার পর হইতে বরাবর তাহাদের এই প্রকার প্রকৃতি পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা সকল সময়ে অন্য মুণ্ডাগণের ন্যায় যে কেবল মাত্র তাহাদের বিরুদ্ধে আচরিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবম্প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা নহে। অনেক সময়ে তাহাদের অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তাহাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না। তাঁহারা কেবলমাত্র দুর্দ্দান্ত দলপতি-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নিরর্থক বিবিধ নীতিবিগর্হিত কার্য্য সম্পাদন দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আশায়, কিম্বা কেবলমাত্র সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধাচরণ করিবার অভিলাষে তাহাদের আচরিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।" *

---

*Bhumij of the Jungle Mohals were under the nickname of 'Choar', the terror of the surrounding districts, and their various outbreaks were called 'Chuaris'. On several occasions since they came under the British rule they have shown how readily a Chuari may be improvised on very slight provocation. I do not know that on any occasion they rose like the Mundaris simply to redress their own wrongs. It was sometimes in support of a turbulent chief ambitious of obtaining power to which according to the Courts of law he was not entitled,

সর্দ্দারগণের অধীনে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী সৈন্য থাকিত। তদ্ব্যতীত তিন শ্রেণীর সৈন্য এই সর্দ্দারগণের প্রধান আশ্রয় ছিল। সর্দ্দারের অধীনস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ শেষোক্ত তিন শ্রেণীর সৈন্য সরবরাহ করিত। ঐ তিন শ্রেণীর সৈন্যগণের বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে যথাক্রমে সদিয়াল, গ্রাম্যসর্দ্দার ও তাঁবেদার আখ্যায় কথিত হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত ব্যক্তিগণের জাতীয় প্রভুতা নষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ সুসভ্য ইংরাজ শাসন দেশে বদ্ধমূল হওয়ায় তাহাদিগকে আর সর্দ্দারের অধীনে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয় না। তাহারা নির্দ্দিষ্ট পঞ্চককর আদায় দিয়া এবং আবশ্যক অনুসারে সরকার বাহাদুরের অধীনে পুলিশের চাকরী করিয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকে। মহামান্য রিজ্‌লি সাহেব সর্দ্দারগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে,—

The latter (Sirdirs) I think, are merely overgrown mankis who have lost their tribal status and with it their hold over their subordinates.

অর্থাৎ "সর্দ্দারগণ লোহারডাগা অঞ্চলের মানকি উপাধিধারী প্রভুতাশালী ভূস্বামীগণের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তি। বর্ত্তমান সময়ে তাহারা আপনাদের জাতীয় প্রভুতা চ্যুত হইয়া তাহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিগণের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়াছে।"

---

and it was sometimes to oppose the Government in a policy that they did not approve, though they may have had very little personal interest in the matter' Dalton. p 174.

আমরা যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তৎকালে সর্দ্দারগণের জাতীয় গৌরব ও প্রভুতা অক্ষুণ্ণ ছিল; এবং সদিয়ালগণ আপনাদের অধীনস্থ গ্রাম্যসর্দ্দার ও তাঁবেদারগণকে লইয়া সর্দ্দারের অধীনে যুদ্ধ করিত। প্রত্যেক সদিয়ালের অধীনে নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ কি পঞ্চদশ গ্রাম ছিল; এবং প্রত্যেক গ্রামে এক একজন গ্রাম্যসর্দ্দার ছিল। পরন্তু প্রত্যেক গ্রাম্যসর্দ্দারের অধীনে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক তাঁবেদার বা সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর সৈনিক ছিল। এই সকল সৈন্যগণ প্রভুতা স্বীকারের নিদর্শনস্বরূপ উপরস্থ ব্যক্তিকে সামান্য নির্দ্দিষ্ট পঞ্চককর আদায় দিত। পরন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে, তাহারাই সর্দ্দারের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে যুদ্ধ করিত।

সদিয়ালগণ পদমর্য্যাদা ও বিক্রমে সর্দ্দারের অধীনস্থ হইলেও, সর্দ্দারকে অনেক সময়ে সদিয়ালগণের মুখাপেক্ষা করিতে হইত। সদিয়ালগণ সর্দ্দারের দরবারে বিশেষ সম্মানপ্রাপ্তির দাবি রাখিত; এবং অনেক বিষয়ে সর্দ্দারকে সদিয়ালগণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হইত। সদিয়ালগণ সময়ে সময়ে সর্দ্দারের বিরুদ্ধেও অভিযান করিত। বিজলী সাহেব তাঁহার কৃত ঘাটোয়ালিরিপোর্টের একস্থানে লিখিয়াছেন যে,—

"One of these men (the Sadial of Katjore) seems to have been practically independent in 1800. Their position is a very strong one as against the Taraf Sarders."

এবম্প্রকার সৈন্যবিভাগের সহিত ভূমিজদিগের আচরিত মুণ্ডারি উপনিবেশ প্রথার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই প্রকার সৈন্য বা প্রজাবিভাগ মুণ্ডা জাতীয় ঔপনিবেশিকগণের বিশেষ

প্রথা। তরফ সর্দারের অধীনস্থ সদিয়াল বা ক্ষুদ্র সর্দারগণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজা নহে। তাহাদেরই সাহায্যে এবং তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় তরফসর্দারগণ আপনাদের অধিকারও প্রভূত্ব সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদের অধিকৃত ভূমির উপর তরফ সর্দারের যে প্রকার অধিকার; তাহাদেরও সেই প্রকার জাতীয় অধিকার আছে। মুণ্ডা জাতীয় ব্যক্তিগণের চিরন্তন প্রথা অনুসারে—ভূমিজ জাতীয় সদিয়াল বা গ্রাম্য-সর্দারগণও স্বাধিকারের মধ্যে প্রভু। তাহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মহামান্য রিজলী সাহেব যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার এক অংশে আছে,—

"The Village-Sarder answers to this Munda, the Tabedars to the privileged Bhuinhari rayats. The Sadial at the group of 12 or 15 villages clearly corresponds to the MANKI of the Mundari parcha. As for the Sarder-Ghatwals of the larger tarafs it seems to me the most likely that they were originally Mankis of the out-lying parchas, and in course of time fresh villages being created, new parcha-groups were added under new Mankis (Sadials) who are now only nominally subordinate to the land-Manki (Sarder-Ghatwals) of the taraf. At any rate there can be no question that in Panch-Sardari and Satrakhani tarafs, Sadials occupy well-defined Ghats of 12 or 15 villages

and pay to the Taraf Sarder nothing but a fixed rent.".

অর্থাৎ "গ্রাম্য সর্দ্দার মুণ্ডারিপ্রথাসম্মত প্রধান ব্যক্তি; এবং তাঁবেদারগণ সাধারণ জমীপ্রস্তুতকারী প্রজা। দ্বাদশ বা পঞ্চদশ গ্রামের উপরে যে এক একজন সদিয়াল আখ্যাধারী ব্যক্তি আছেন, তিনি মুণ্ডাদেশীয় মান্‌কি। তরফসর্দ্দারগণ ও ক্ষুদ্র মান্‌কিগণের উপরিস্থিত প্রধান মান্‌কি। সময়ক্রমে যত নূতন গ্রামের সৃষ্টি হইতে লাগিল, ততই সদিয়াল ও গ্রাম্য সর্দ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঐ সকল সদিয়ালগণ বর্ত্তমান সময়ে কেবলমাত্র নামে তরফ সর্দ্দারের অধীনস্থ। পঞ্চসর্দ্দারি ও সতেরখানি তরফে সদিয়ালগণ নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ কি পঞ্চদশ সংখ্যক গ্রাম অধিকার করিয়া থাকে।"

এই মন্তব্য দৃষ্টে ছোটনাগপুর বিভাগের তৎকালীন কমিশনার মিঃ হিউএট লিখিয়াছেন,—

"The ancestors of the subordinate division (Sadials & village Sarders) were probably younger brothers or descendants of the younger brothers of the original tribal leaders, while the Sarder-Ghatwals and Tabedars represented the Manki and Munda families. * * * Their holdings were their ancestral property dating from the time when the tribe to which they belonged took possession of the territory."

অর্থাৎ "সদিয়াল ও গ্রাম্যসর্দ্দারগণের পূর্ব্বপুরুষ তরফ সর্দ্দারের

কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিম্বা ঐ সকল ভ্রাতার বংশধর। তরফ সর্দ্দার মুণ্ডাবি ঔপনিবেশিক-প্রথা-সম্মত মান্‌কি এবং তাঁবেদারগণ সাধারণ মুণ্ডা পরিবার। এই সকল ব্যক্তিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সময়ে এই সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের অধিকৃত ভূমি সকল সেই সময় হইতে বিদ্যমান আছে।"

বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিজ ঔপনিবেশিকগণের জাতীয় অধিকারের বিষয় বিবেচনা করিয়া মিঃ ডাল্টন লিখিয়াছেন,—

"The headmen had no superior rights in the land cultivated by other villagers; they were not landlords but chiefs; and, they and the people acknowledging them, held the soil they cultivated in virtue of their being the heirs of those who first utilised it, and when it became necessary to distinguish such men from cultivators of inferior title, the former were called Bhuinhars, breakers of the soil.

Dalton, p 168.

অর্থাৎ "তরফ সর্দ্দার প্রভৃতি ভূমিজদিগের জাতীয় প্রভুগণ ভূমিজ কৃষকগণের অধিকৃত ভূমির উপর কোন প্রাধান্যের দাবি করিতে পারে না। তরফ সর্দ্দারগণ ভূমিজ কৃষকগণের অধিকৃত স্থানের প্রভু নহে। তাহারা ভূমিজজাতির রাজা। রাজা এবং তদধীন কৃষকগণ নিজ নিজ অধিকৃত ভূমি, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তুত করিয়াছিল, এই অধিকারে ভোগ করিয়া থাকে। যখন এই শ্রেণীর কৃষক ও অপর সাধারণ কৃষকগণের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইল, তখন প্রথম শ্রেণীর কৃষকগণ ভূমিহার

(ভুঁইয়া) অর্থাৎ 'কৃষিযোগ্য স্থান প্রস্তুতকারী' আখ্যা প্রাপ্ত হইল।"

এই মুণ্ডা জাতির বিবরণ এবং তাহাদের রাজ্যশাসনপ্রণালী ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিলে, অনেক বিস্ময়কর প্রথা লোকলোচনের পথবর্ত্তী হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ তরফ সর্দ্দারকে সামান্য নির্দ্দিষ্ট পঞ্চককর আদায় দিয়া থাকে। হিউয়েট সাহেব প্রমুখ মুণ্ডাবিপ্রথাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে তাহা প্রকৃতপক্ষে কর নহে। তরফ সর্দ্দার প্রকৃতপক্ষে আদিম উপনিবেশ স্থাপনকালে রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সংক্রান্ত আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন করা প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিত। এবং সেই ব্যয়ভার নির্ব্বাহ জন্য এই কর প্রদত্ত হইত। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভূমির কর নহে। পরন্তু যদি কখন রাজ্যশাসনজন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে তরফসর্দ্দার অধীনস্থ সদিয়াল, গ্রাম্যসর্দ্দার ও তাঁবেদারগণকে দরবারে আহ্বান করিতেন। সেই দরবারে সাধারণের মতামত লইয়া যে প্রকার অবধারিত হইত, প্রত্যেককে তদনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে হইত। হিউয়েট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"When the income received by the Taraf-Sarder from the tenure-holders and from his own lands was considered according to Mundari ideas, and if the total contribution given by the Mankis did not suffice for State-expenses, he would have called upon them to pay more, and they would have

applied to their Mundas, the whole business being settled by public decision."

অর্থাৎ "তরফসর্দ্দার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের নিকট যে কর পাইতেন তাহা এবং তাঁহার নিজের দখলী জায়গার আয় বিবেচনা করিয়া, যদি তাঁহার অধিক অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে তিনি মান্‌কিদিগকে এবং মান্‌কিগণ মুণ্ডাদিগকে অধিক কর দিবার জন্য জানাইতেন। এবং এই সকল যাবতীয় কার্য্য সাধারণের বিচার দ্বারা সমাহিত হইত।"

সম্ভবতঃ সর্দ্দারগণ যুদ্ধে যে সকল সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন, তাহাও উপরোক্ত নিয়মে জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিভক্ত হইত। মুণ্ডাগণের এই প্রকার জাতীয় প্রথা তাহাদিগকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। তরফের প্রত্যেক অধিবাসী বিশেষভাবে অবগত ছিল, যে সে রাজ্যের একটি আবশ্যকীয় অংশ। রাজ্যের উন্নতি অবনতিতে তাহাদের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান ছিল। বীরত্বাভিমান তাহাদের প্রকৃতির একাংশ ছিল। রাজ্যের গৌরবে তাহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত। চোয়াড়গণের বীরত্বাভিমান ও তাহাদের আত্মগৌরব রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় প্রাণোদিত করিত। সতেরখানির সর্দ্দারগণ সকলেই বলশালী ও বীরপ্রকৃতি ; এবং তাঁহারা বিবিধ যুদ্ধে সতেরখানির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃতিপুঞ্জ ও সন্তোষসহকারে সর্দ্দারের অধীনে যুদ্ধযাত্রা করিত। লালসিংহের ন্যায় বীরপ্রকৃতি ও প্রতিভাশালী সর্দ্দারের গৌরবে মুণ্ডাবংশীয় প্রকৃতিপুঞ্জ আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত, সুতরাং তাহারা যথাসাধ্য সর্দ্দারের পৃষ্টপোষকস্বরূপে কার্য্য

করিত। এই শ্রেণীর সৈন্যগণ বেতনভোগী সৈন্য অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর কার্য্যকারী হইয়া থাকে। আত্মগৌরব ও মর্য্যাদা যে প্রকার মনুষ্যের কার্য্যকারী-শক্তি প্রবুদ্ধ করে, অন্য কিছুতেই সেরূপ পারে না। সেইজন্য আমরা পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে বলিয়াছি যে এই শ্রেণীর সৈন্যগণ সর্দ্দারের প্রধান আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষক ছিল।

অনার্য্য, বর্ণজ্ঞানহীন মুণ্ডাগণ যে প্রথা ও প্রণালীর অনুসরণ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা সুসভ্য জাতিগণের ও অনুকরণীয়। তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও আত্মসম্মান তাহাদিগকে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা হইতে রক্ষা করিত। এবং এই আত্মসম্মান ও গৌরব তাহাদিগকে দুর্দ্ধর্ষ ও অজেয় করিয়াছিল। এই চোয়াড়-গণকে সংযত রাখিয়া তাহাদের সাহায্যে রাজ্যবিস্তার ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা লালসিংহের জীবনের অন্যতম গৌরব, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

নাগাযুদ্ধ।

ত্রিভন সিংহ সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইলে, লালসিংহের জননী শিশু লালসিংহকে ক্রোড়ে লইয়া বাটালুকা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং ক্রমশঃ তিনি সারিগ্রামে আসিয়া সেইস্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। লালসিংহ আজীবন সারিগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। লালসিংহের জননী সারিগ্রামে গড় নির্ম্মান আরম্ভ করিয়াছিলেন। লালসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ গড়ের নির্ম্মান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লালসিংহ সারিগ্রামে পাণীয় জলের সংস্থান জন্য দুইটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। দীর্ঘিকা দুইটি অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু গড়ের ভগ্নাবশিষ্ট মৃত্তিকাস্তূপ ব্যতীত অন্য কোন নিদর্শন নাই। লালসিংহের পৌত্র ভরত সিংহ সারিগ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া সত্তেরখানির অন্তর্গত গোবরঘুসি গ্রামে গড় স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি পরিত্যক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ সারির গড় ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। লালসিংহ আপনার খনিত একটি দীর্ঘিকার মধ্যভাগে কাষ্ঠস্তম্ভের উপর একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সর্দ্দারবংশ কর্ত্তৃক সারিগ্রামের বাস পরিত্যক্ত হইবার বহুকাল পরেও দীর্ঘিকার জলরাশির মধ্যভাগে কাষ্ঠস্তম্ভের উপর ঐ গৃহের ভগ্নাবশিষ্ট অংশ বিদ্যমান ছিল। প্রবাদ এই যে, লালসিংহ ঐ গৃহে গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন।

সারিগ্রামের কিছুদূরে আমদাপাহাড়ি নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে একদা একদল নাগাসন্ন্যাসী আসিয়া বলপূর্ব্বক একটি বাঁধখনন আরম্ভ করিয়া ছিলেন। সাধারণতঃ হিমালয়-পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী অনার্য্য দেশের অধিবাসীগণ এতদ্দেশে 'নাগা' বা স্থানীয় ভাষায় 'লাগা' নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ শ্রেণীর সন্ন্যাসীগণ অনেকেই অতি দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ও নিতান্ত উগ্র-স্বভাব। তাহারাও আদিম মুণ্ডা জাতিগণের ন্যায় নিরতিশয় কলহপ্রিয় ও স্বাধীন প্রকৃতি। তৎকালে এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীগণ যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইত। নাগাগণ কিছুদিন আমদাপাহাড়ি গ্রামে বাস করিয়া বলপূর্ব্বক বাঁধ বা দীর্ঘিকা খনন আরম্ভ করিল। এতদ্দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে সর্দ্দারের অনুমতি ভিন্ন কেহ কোন বাঁধ খনন কি তাহার প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে সর্দ্দারের রাজশক্তির অবমাননা করা হয়। অদ্যাপি চিরন্তন প্রথা অনুসারে কেহ কোন বাঁধ খনন করিতে ইচ্ছা করিলে সর্দ্দারের অনুমতি লইয়া থাকেন। লালসিংহ তখনও বালক; সবেমাত্র জীবনের কৈশোর সীমা অতিক্রম করিতেছেন। লালসিংহ মনে করিলেন তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ নাগাগণ ঐ প্রকার ব্যবহার করিতেছে। সর্দ্দার নাগাগণকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেও তাহারা অবজ্ঞা বশতঃ তাহা গ্রাহ্য করিল না। এদিকে তাহারা ক্রমশঃ ঐ স্থানে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিল। নাগাগণের এবম্প্রকার গর্হিত আচরণে লালসিংহ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

মুণ্ডা জাতির চিরাচরিত প্রজাতন্ত্র-প্রণালী অনুসারে সত্তেরখানির

পৃষ্ঠপোষক সদিয়াল ও মুণ্ডাগণের ডাক পড়িল। এবং লালসিংহ তাহাদিগকে নাগাগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য বলিলেন। ত্রিভন সিংহের মৃত্যুর পর হইতে সুদীর্ঘকাল সদিয়ালগণ কোন যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। সতেরখানির গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ ও অবসর এতদিন তাহাদের হয় নাই। বিশেষতঃ জাতীয় প্রথানুসারে সর্দারের প্রতি অপমান তাহারা ব্যক্তিগত অপমান বলিয়া বিবেচনা করিল। তাহাদের অল্পবয়স্ক সর্দারের সমরানুষ্ঠান দ্বারা গৌরব রক্ষার প্রবৃত্তি ও তাহাদের নিকট বিশেষ গৌরবকর বলিয়া অনুভূত হইল। তাহারা সর্দারকে ঈপ্সিত কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিল। নাগাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সংকল্প স্থির হইয়া গেল।

সময়ক্রমে মুণ্ডা সৈন্যগণ সর্দ্দারের অধীনে সমবেত হইল। এই লালসিংহের সর্ব্বপ্রথম সমরোদ্যোগ। বালক লালসিংহ প্রবীন ও বয়োজ্যেষ্ঠ সদিয়াল, গ্রাম্যসর্দ্দার ও তাঁবেদারগণের নেতা হইলেন। যে সকল চিরন্তন নিয়মমূলে মুণ্ডাগণ অসংখ্য খণ্ডরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, পদস্থ ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবার শক্তি ও সর্দার বা মানকির আজ্ঞাপালনে তৎপরতা তাহাদের অন্যতম। সুতরাং সর্দার বয়সে বালক, বরং তাহাদের অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইলেও, তাহারা সাগ্রহে সর্দারের অধীনে কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল।

সুযোগ বুঝিয়া একদা লালসিংহ সতেরখানির সৈন্যদল লইয়া নাগাগণকে আক্রমণ করিলেন। নাগাগণ এবম্প্রকার আক্রমণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাহারা সংখ্যায় প্রায় তিন

চারি শত ছিল, এবং তাহারা সকলেই সাহসী, উগ্রস্বভাব ও অস্ত্রচালনায় সুপটু ছিল। তৎকালপ্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাহারা অমিততেজে সর্দ্দারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা পরিচ্ছেদান্তরে বর্ণিত 'বচ্ছিগাদার' সমীপবর্ত্তী। সারাদিন উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সর্দ্দারের সৈন্যগণ বহুবার বেগে নাগাগণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু নাগাগণ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইল না। এক একজন নাগা যুদ্ধে হত হইতে লাগিল, আর অবশিষ্ট নাগাগণ তত ভীষণবিক্রমে সংগ্রামে রত হইল। নাগারা বিলক্ষণ জানিত যে যুদ্ধে পশ্চাৎপদ কি পলায়মান হইলে তাহাদের আর রক্ষা ছিল না। নাগারা একবার হঠিলে কি পশ্চাৎপদ হইলেই চারিদিক হইতে চোয়াড়গণ তাহাদিগকে আক্রমন করিয়া তাহাদিগকে একেবারে সবংশে হত্যা করিবে। পরন্তু নাগাগণ বিদেশাগত; কিন্তু নিকটবর্ত্তী গিরিপথ সকল চোয়াড়গণের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া তাহারা কিছুতেই রক্ষা পাইবেনা। সেজন্য তাহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। প্রবাদ আছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন নাগা জীবিত ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিরাম হয় নাই। শেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাবতীয় নাগা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে যুদ্ধ শেষ হইল। বিজয়লক্ষ্মী লালসিংহকে বরমাল্য প্রদান করিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে সতেরখানির প্রকৃতিপুঞ্জ সময়-বিজয়ের আনন্দলাভ করিয়া উৎফুল্ল হইল। এই যুদ্ধে লালসিংহের সাহস ও বীরত্ব দর্শনে তাহারা গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। সতেরখানির ঘরে ঘরে উৎসবে [illegible] নিখিত হইল।

আমরা পূর্ব্বে ত্রিভন্ সিংহের যুদ্ধে সতেরখানির কুলদেবতা কালাচাঁদ জিউ লুণ্ঠিত হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছি। নাগা-যুদ্ধান্তে নাগাগণের উপাস্য দেবতা এক পরম সুন্দর, প্রস্তরময় বিগ্রহ চোয়াড়গণের হস্তগত হইল। এই উপলক্ষে কালাচাঁদ-লুণ্ঠনের ক্ষোভ তাহাদের মনে সমুদিত হইল। তাহারা নাগাগণের উপাস্য দেবতার রমণীয় মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহাকে তাহাদের হৃতপূর্ব্ব কালাচাঁদ বলিয়া বরণ করিল। চোয়াড়গণ মহাসমারোহে এই নবার্জ্জিত কালাচাঁদজিউকে বহন করিয়া সারিদুর্গে লইয়াগেল। লালসিংহ যথাবিধি হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত প্রথানুসারে কালাচাঁদজিউর প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। তদবধি কালাচাঁদজিউ সতেরখানি সিংহপরিবারের কুলদেবতা হইয়াছেন।

নাগা-যুদ্ধে বিজিত একখানি খাণ্ডা অদ্যাপি সর্দ্দারগৃহে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। তৎকালেচোয়াড়গণ বিশ্বাস করিত যে, ঐ খাণ্ডা মহতীশক্তিসম্পন্ন এবং সিদ্ধপুরুষদত্ত। নাগাগণ ও ঐ খাণ্ডার বলে আপনাদিগকে অজেয় মনে করিত। ঐ খাণ্ডা অদ্যাপি প্রতিবৎসর বীরাষ্টমীর দিন মহাসমারোহে পূজিত হইয়া থাকে; এবং অদ্যাবধি এক সর্দ্দারের মরণান্তে যখন নূতন সর্দ্দার গদিতে আরোহণ করেন, তখন ঐ খাণ্ডা হস্তে করিয়া তাঁহাকে গদিতে বসিতে হয়।

আমদাপাহাড়ী গ্রামের প্রান্তভাগে অদ্যাপি নাগাগণের খনিত বাঁধ ও তাহাদের নির্ম্মিত দোলমঞ্চ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং নাগাবিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ আমদাপাহাড়ী গ্রাম নাগাবাঁধ আমদাপাহাড়ী নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

এই নাগাযুদ্ধ উপলক্ষে কোন কোন শান্তিপ্রিয় পাঠক লালসিংহের চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারেন। সত্তেরখানির মধ্যে নাগাগণের অধিকৃত স্থানের অনুরূপ পতিত, জঙ্গলাকীর্ণ বহুস্থান অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদেশাগত সন্ন্যাসীর দল সামান্য কঙ্করময় পতিত, ভূমিখণ্ড অধিকার করিয়া থাকিলে, তাহাতে সর্দ্দারের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু নাগাগণের ব্যবহার ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, এই ব্যাপারে আমরা লালসিংহের কোন দোষ দেখিতে পাই না। গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক রাজার বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। সেই রাজকর্ত্তব্যের অনুরোধে, নিজ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, লালসিংহ এই যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন। নাগাগণ যে প্রকার দরিদ্র ও ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসী ছিল, তাহাতে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সর্দ্দার কোন আর্থিক লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং এই যুদ্ধে লালসিংহ আপনার কর্ত্তব্যানুরাগেরই পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

পিতৃ-শত্রু নির্য্যাতন।

বরাহভূমের রাজা বিবেকনারায়ণের নেতৃত্বে শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, সুপুর ও ঘাটশীলা বা ধলভূমের রাজ' সতেরখানি আক্রমণ করিয়া সম্মুখসমরে লালসিংহের পিতাকে নিহত করিয়া ছিলেন। শিশু লালসিংহ কি প্রকারে তাঁহার বুদ্ধিমতী জননীর যত্নে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাও ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। লালসিংহ তাঁহার পিতৃহত্যার সন্তাপ আজীবন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃশত্রুগণের নির্য্যাতন জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

লালসিংহ আপনার শক্তিশালী বিপুল বাহিনী লইয়া একে একে বরাহভূম প্রভৃতি যাবতীয় পিতৃ-শত্রুগণের রাজ্য আক্রমণ করিয়া দেশ লুণ্ঠন, ও আক্রান্ত রাজ্য লণ্ড ভণ্ড করিলেন। রাজাগণ তাঁহার ভয়ে বিব্রত হইয়া উঠিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও নীতিকুশল ছিলেন। প্রয়োজন হইলেই তিনি অন্য সর্দ্দারগণের সহিত সম্মিলিত হইতেন। এই সম্মিলিত চোয়াড়সৈন্যের উপদ্রবে সমস্ত দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। শেষে লালসিংহের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজন্যগণ আপন আপন জমীদারীর মধ্যে তাঁহাকে জায়গীর প্রদান করিয়া শান্তি ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই প্রকারে

তাঁহার অধিকার হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে লালসিংহ আপনার প্রভুত্ব স্থাপন ও রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে এ প্রকার অবস্থা দাঁড়াইল যে, জঙ্গলমহলের রাজা ও প্রজা লালসিংহের নামশ্রবণে ভয়ে বিহ্বল হইতেন। লালসিংহের উপদ্রবভয়ে জঙ্গলমহলের রাজা প্রজা এ প্রকার অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে কোন দেশ জয় করিয়া লালসিংহ নিজ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও কেহ সাহস করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেন না। বরাহভূমের অবস্থা সম্বন্ধে জঙ্গলমহলের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্ট্রাচি ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুরের দরবারে এক রিপোর্ট বা মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। লালসিংহের উপদ্রব সম্বন্ধে উক্ত রিপোর্টের একাংশে লিখিত আছে যে,—

"Lalsing possesses large tracts of land in other Zemindaries, some of them at a great distance from his residence. These lands he has seized within these few years, and maintains himself in possession of them by the threat of laying waste the Zemindari in which they are situated."

অর্থাৎ "লালসিংহ তাহার নিজের জমীদারী হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে লালসিংহ ঐ সকল স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া লালসিংহ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন, পাছে লালসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত রাজ্য উৎসন্ন করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাঁহারা কোন প্রতিকারের চেষ্টা

করেন না ; এবং তাহাতে লালসিংহের অধিকার দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।”

ত্রিভনসিংহের সহিত যুদ্ধে ধলভূম বা ঘাটশীলার রাজা জনৈক নায়ক ছিলেন। লালসিংহ অবসর বুঝিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া দশখানি গ্রাম স্বাধিকাবভুক্ত কবিয়া লইলেন। এই উপলক্ষে ধলভূমের তৎকালীন রাজা জগন্নাথ ধবলেব সহিত সুদীর্ঘকাল ধবিয়া লালসিকের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে বিস্তর প্রাণহানি ও রক্তপাত হইয়াছিল। পরিশেষে রাজা জগন্নাথ দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধেব অন্তে লালসিংহের কবল হইতে বিজিত গ্রাম কয়খানি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘাটশীলা যুদ্ধ সম্বন্ধে মিঃ ষ্টোচি লিখিয়াছেন,—

"A few years ago he took possession of 10 villages belonging to Jagganath Dhal, Zemindar of Ghatsila. This produced a war between them, and after a long struggle and much slaughter on both sides, he was forced to yield to the superior power of the Zemindar, and retire to his own domains, and relinquish the lands he had occupied in Ghatsila."

অর্থাৎ "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লালসিংহ ঘাটশীলা আক্রমণ করিয়া জমীদার জগন্নাথ ধবলের অধিকৃত দশখানি গ্রাম স্বাধিকার-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ ও উভয় পক্ষে বিস্তর প্রাণিহিংসার পর লালসিংহ জমিদার কর্ত্তৃক বিজিত

স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।”

ইহা খৃষ্টিয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের কথা। ষ্ট্রাচি সাহেবের উপরোক্ত পত্র ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ ঘটনার পরে লালসিংহ পুনরায় ঘাটশীলা-রাজ্য আক্রমণ করিয়া কয়েকখানি গ্রাম পুনরধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর পঞ্চানন সিংহ ভূঞা ঐ সকল গ্রাম দখল করিতেন। ইংরাজী ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুরের আদেশে বরাহভূম পরগণার যাবতীয় ঘাটোয়ালী জায়গার এক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ তালিকায় ঘাটশীলার অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রাম লালসিংহের পুত্র পঞ্চানন সিংহের দখলে থাকা জানিতে পারা যায়।

বরাহভূমের জমিদার লালসিংহের সর্ব্বপ্রধান পিতৃশত্রু ছিলেন। লালসিংহ নামে বরাহ-রাজের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ছিল। তিনি রাজাকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব কর আদায় দিতেন, তাহাতে তাঁহার কোন ত্রুটী লক্ষিত হয় না। কিন্তু আবশ্যক ও সুবিধা অনুসারে বরাহভূম-রাজ্য লুণ্ঠন করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই।

এই সময়ে বরাহভূম রাজ্যের রাজ্যাধিকার লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থানান্তরে ঐ গোলযোগ ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে লালসিংহের সম্বন্ধ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইবে। ঐ গৃহবিবাদের সূত্র ধরিয়া লালসিংহ একাধিকবার বরাহভূম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কখন একা, কখন বা অন্য সর্দ্দারগণের সহিত মিলিত হইয়া, তিনি বরাহভূম রাজ্য ও বরাহভূম রাজার

রাজধানী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিয়াছিলেন। রাজ্যে দুই রাজপুত্রের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক বংশী মাইতি নামক জনৈক ব্যক্তি সরবরাহকার বা ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লালসিংহ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ৬০০।৭০০ চোয়াড় সৈন্য লইয়া বরাহবাজার আক্রমণ করেন, এবং বরাহবাজারের প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবাধে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সময়ে লালসিংহের শক্তি প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে দুইশত সিপাহী বরাহবাজারে রক্ষিত হইয়াছিল। লালসিংহ ঐ সিপাহীগণের মধ্যে একশত সিপাহীকে প্রলোভন দ্বারা নিজের দলভুক্ত করিয়া লইয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লালসিংহের এই প্রকার উপদ্রব ও বরাহবাজার লুণ্ঠন সম্বন্ধে মিঃ ষ্ট্রাচি ও মেদিনীপুরের কালেক্টার মিঃ ইরাষ্ট্ যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

মিঃ ষ্ট্রাচি লিখিয়াছেন :—

"Lalsing with what avowed object I can not discover, had in conjunction with other Sarders plundered the greater part of the town, or rather village, (since there is not a single brick house in the whole Zemindari) and prevailed on 100 pikes of the place to join him and take up their residence at Sarree."

অর্থাৎ "লালসিংহ, কি উদ্দেশ্যে আমি বুঝিতে পারি না, অন্য সর্দ্দারগণের সহিত মিলিত হইয়া বরাহবাজার সহর বা গ্রামের

(কেন না সমস্ত জমীদারীর মধ্যে একটিও ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী নাই) অধিকাংশ লুণ্ঠন করিয়া ও স্থানীয় একশত সিপাহীকে ভাগাইয়া লইয়া সারিদুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।"

এই ব্যাপার সম্বন্ধে মিঃ ইরাষ্ট্ বলেন :—

"But it appears that after he (Bansi Maiti) had been about five months in charge of it (office of Sarberakar) having received intelligence that Lalsing a famous Sarder Pike or Choar who is in possession of a large tract of country to the west of Barrabhum was coming with 6 or 700 men to attack the town where he lived and kept his Cutchery, he immediately left it, and did not return till he found that a strong detachment of regular Sepoys had arrived there.

Sometimes afterwards having received advices from Burrabhum and the revenues being very much in arrears I summoned the manager who represented that the collections had been entirely put a stop to by the disorders which prevailed in the Zemindary, and that his house having been plundered by Lalsing and his followers the day after he left it, he had lost all his property."

অর্থাৎ "দেখা যাইতেছে যে বংশী মাইতি ৫ মাস কার্য্য করিবার পর বিখ্যাত সর্দ্দার-পাইক বা সর্দ্দার-চোয়াড় লালসিংহ ৬/৭ শত

সৈন্য লইয়া বরাহবাজার আক্রমণ করিতে আসিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ম্যানেজার পলাইয়া গিয়াছিল; এবং বহুসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত বরাহভূমে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

কিছু দিন পরে বরাহভূমের সংবাদ পাইয়া ও বরাহভূমের বিস্তর কর অনাদায়ী থাকা হেতু আমি ম্যানেজারকে তলব করিয়া আনাইয়াছিলাম। কিন্তু ম্যানেজার বলে যে, বরাহভূমের গোলযোগ হেতু কোন খাজনা আদায় হইতেছে না। পরন্তু ম্যানেজার যে দিন বরাহবাজার ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পরদিন তাহার বাটী আক্রমণ করিয়া লালসিংহ তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে।"

লালসিংহ বরাহভূম রাজ্যে অন্যান্য যেপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুখনিদি।

লালসিংহ বারম্বার বরাহভূম আক্রমণ করিয়া অধিবাসীগণকে নিরন্তর বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। লালসিংহের অত্যাচারে রাজ্য ছারখার হইতে লাগিল। লালসিংহ বারম্বার বরাহ-রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ প্রজাগণ রাজার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া লালসিংহের শরণাপন্ন হইল। পরিশেষে প্রজাগণের সহিত এই প্রকার মীমাংসা হইল যে, প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রজারা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর লালসিংহকে আদায় দিবেন; এবং রীতিমতরূপে ঐ কর আদায় পাইলে লালসিংহ আর তাহাদিগকে কোনরূপে নির্য্যাতিত করিবেন না।

এই প্রকারে রাজার অধিকৃত ও পরগণাস্থিত প্রত্যেক গ্রাম হইতে লালসিংহ কর পাইতে থাকিলেন। যে গ্রামের প্রজাগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে এই কর প্রদান করিত, লালসিংহ তাহাদিগের উপরে আর কোন প্রকার উৎপীড়ন করিতেন না; বরং বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজের বাহুবলে সেই সকল প্রজাগণকে রক্ষা করিতেন। লালসিংহের আশ্রিত লোকের উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হয়, এ প্রকার কোন লোক

তৎকালে এতদ্দেশে ছিল না; সুতরাং প্রজাগণও লালসিংহের আশ্রয়ক্রয়ের জন্য এবম্বিধ কর আদায় দিয়া সুখী হইয়াছিল।

যদি কোন গ্রামের প্রজাগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে লালসিংহকে এই কর আদায় না দিত, তবে তাহাদের আর কোনরূপে রক্ষা ছিল না। লালসিংহ সবলে গ্রাম আক্রমণ করিয়া গ্রামবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব .লুণ্ঠন করিতেন। এই ভয়ে ঐ কর আদায়ে কখন কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এতদ্দেশে ইংরাজশক্তি বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে রাজারাই প্রজাগণের শাসন ও পালনের একেশ্বর প্রভু ছিলেন। বাজ্যে নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটায় তৎকালে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এদিকে আবার ইংরাজ-শক্তি তখনও :দেশের যাবতীয় অশান্তি বিদূরিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপিত করিবার অবসর পায় নাই। এই অবস্থায় প্রজাগণ নিতান্ত অসহায় হইয়া অবশেষে ভূঞার প্রাধান্য স্বীকাব করিতে বাধ্য হইয়াছিল। লালসিংহও তাহা-দিগকে যথোচিত আশ্রয় দিয়াছিলেন।

ইতিহাসে এপ্রকার করস্থাপনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে ইংরাজশক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া এবম্প্রকার কর স্থাপনের দৃষ্টান্ত নিতান্ত সুলভ নহে। এই কর 'সুখনিদি' নামে অভিহিত হইত। ইহা প্রজাগণের সুখে নিদ্রা যাইবার কর বলিয়া 'সুখনিদি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বরাহ-রাজের প্রতি এবম্প্রকার কঠোরতা দ্বারা লালসিংহ আপনার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। বরাহ-রাজ সর্দ্দারগণকে আপনাদের অধীন বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক

তাঁহার রাজ্যে এবম্প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ নির্দ্দিষ্ট করস্থাপন, রাজার পক্ষে বিশেষ অপমানজনক হইয়াছিল। এই কর সম্বন্ধে মিঃ ষ্ট্রাচি লিখিয়াছেন :—

"Every year he (Lalsing) levies a small contribution from every village in the Zemindary. In case of refusal or the least delay in the payment of Sooknidy, so the contribution is called, the village is infallibly plundered."

অর্থাৎ "প্রত্যেক বৎসর লালসিংহ জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের উপর একটি কর স্থাপিত করিয়া থাকেন। ঐ করের নাম 'সুখনিদি'। সুখনিদি দিতে অস্বীকার কি বিলম্ব করিলে গ্রাম লালসিংহ কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই লুণ্ঠিত হইত।"

এই কর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় হইত। রাজার সহিত এই কর আদায় সম্বন্ধে লালসিংহের কোনপ্রকার সম্বন্ধ ছিল না। মারাঠাগণ যে প্রকারে রাজাধিপের নিকট হইতে চৌথ বা রাজস্বের এক চতুর্থাংশ আদায় লইত, এই কর তাহার অনুরূপ নহে। এই কর প্রজাগণের দেয়, তাহাদের সুখে নিদ্রা যাইবার কর। এই কর আদায় দ্বারা প্রজাগণ রাজার নিকট আপনাদের দেয় রাজস্ব কর আদায় সম্বন্ধে কোন প্রতিকার পাইত না। লালসিংহের এই প্রকার বন্দোবস্তে আমরা লালসিংহের কূটনীতির অভাস পাইয়া থাকি। রাজার নিকট হইতে লালসিংহ কোন কর আদায় করিলে তদ্দ্বারা প্রজাসাধারণের নিকট লালসিংহের কোন প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইত না। এবং তাহাতে হয়ত লালসিংহ বিশেষ

আত্মপ্রাসাদ উপভোগ করিবার অবসর পাইতেন না। রাজা নিজে কোন কর প্রদান করিলে প্রজারা অনেকেই তাহার কোন সংবাদ রাখিত না। সুতরাং প্রজাগণের নিকট রাজার মস্তকাবনতি ঘটিত না। প্রজাগণের নিকট এই কর আদায় হইতে থাকায় প্রজাগণ রাজার অসারতা ও অক্ষমতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিল। পরন্তু তাহাদের নিকট লালসিংহের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সবিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এদিকে আবার লালসিংহ রাজার অধীনস্থ একজন সর্দার। লালসিংহের অধিকৃত সতেরখানি তরফ তৎকালে মহাল ভূমিজান আখ্যায় অভিহিত হইত। বাঙলা ১২০৬ সালে রাজার পক্ষীয় জনৈক কর্ম্মচারী মেদিনীপুর কালেক্টরী আদালতে জমা ওয়াশীল বাকী নামক বরাহভূম পরগণার প্রজাগণের নিকট প্রাপ্য করের এক তালিকা দাখিল করিয়াছিলেন। ঐ তালিকায় লালসিংহ ভুঞার অধিকৃত স্থান 'মহাল ভূমিজান' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। মিঃ ষ্ট্রাচি তাঁহার রিপোর্টে রাজার সহিত সর্দারগণের সম্বন্ধে নির্ণয়কল্পে লিখিয়াছেন,—

"The Sarder Pikes and their followers have borne the appelation of Choars. The Sarders may be considered as the Talookdars of Burrabhum, and they have commonly acknowledged the Zemindar as their chief. Their ancestors have for many generations possessed the lands at present occupied by them."

অর্থাৎ "সর্দারগণ ও তাঁহাদের অনুচরেরা সাধারণতঃ চোয়াড়

নামে খ্যাত। সর্দ্দারগণকে বরাহভূমের তালুকদার বলা যাইতে পারে। তাহারা বরাহবাজারের জমীদারকে আপনাদের রাজা বা প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। তাহাদের পূর্ব্বাধিকারী-গণ পুরুষানুক্রমে তাহাদের অধিকৃত ভূমি দখল করিয়া আসিতেছে।"

মুণ্ডাজাতির জাতীয় প্রথানুসারে বরাহভূমের জমিদারকে সতেরখানির পূর্ব্ববর্ত্তী সর্দ্দারগণ সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতে-ছিলেন। বরাহভূমের জমীদারের সহিত এবম্প্রকার বিরোধ স্বত্বেও লালসিংহ রাজাকে নির্দ্দিষ্ট কর আদায় দিতে কখন ত্রুটি করেন নাই। ষ্ট্রাচি সাহেব রিপোর্টের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"Lalsing and his ancestors have long possessed lands, in the Zemindary and have with punctuality paid the revenue of 240 Rupees yearly to the Zemindar."

অর্থাৎ "লালসিংহ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া জমিদারীর মধ্যে ভূমি অধিকার করিয়া আসিতেছে। এবং তাহারা যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্টকর বার্ষিক ২৪০ টাকা হিসাবে জমীদারকে আদায় দিয়া থাকে।"

পূর্ব্বাচরিত পন্থার অনুষ্ঠান রাজনীতির নিগূঢ় তথ্য। লালসিংহ এই তথ্যে সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। তিনি যদি প্রত্যক্ষ-ভাবে রাজার উপর করস্থাপন করিতেন, কিম্বা বরাহবাজার সরকারে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায় দেওয়া বন্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বপুরুষাচরিত পন্থা হইতে চ্যুত হইতে হইত। প্রাচীনকাল হইতে যে নিয়মে তাঁহার জমীদারী অধিকৃত হইয়া

আসিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত। এবম্প্রকার পরিবর্ত্তনের ফল তাঁহাব বা তদীয় বংশধরগণের উপর শুভকর হইত বলিয়া মনে হয় না। আবার হয়ত তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দিয়ালগণ তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবাব চেষ্টা করিত। এবং সেরূপ হইলে তাঁহার উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া, তাঁহাকে জমীদারীব আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। সুতরাং সম্মুখে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া লালসিংহ বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং কূটনীতি-কুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পলাশী-বিজয়ী বৃটিশ্ বীরগণ যে বুদ্ধান্তে দিল্লীর বিগতপ্রতাপ বাদসাহেব নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীসনন্দ লাভের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও কারণ কতকটা এইরূপ। এই প্রকার নীতিকুশলতা রাজনৈতিক উন্নতির মূলসূত্র। লালসিংহ সেই মন্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

অপর দিক্ হইতে দৃষ্টি করিলেও এই ব্যাপারে আমরা লালসিংহের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত বর্ণিত করিতেছি, সে সময়ে বঙ্গের মুসলমান-শক্তি নির্ব্বাপিত হইয়া ইংরাজ-শক্তি ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। দুদিন অগ্রপশ্চাৎ সকলকেই ইংরাজ-শক্তির নিকট মস্তকাবনত করিতে হইয়াছে। এই সময়ে জঙ্গলমহলের অন্যতম প্রধান রাজ্য বিষ্ণুপুরের রাজা রাজস্ব কর আদায় না করায়, তাঁহার বিশাল জমীদারী বিক্রীত হইয়া যায়। বিষ্ণুপুরের জমীদার যদিও বাহুবলে কিছুদিন ক্রেতাকে বেদখল রাখিয়াছিলেন, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। যদি

এই সময়ে লালসিংহ পূর্ব্বাচরিত পন্থার পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলে হয়ত চিরকালের জন্য তাঁহার বিশাল জমীদারী পরহস্তগত হইত। সেই জন্য লালসিংহের এবম্প্রকার অনুষ্ঠানের জন্য আমরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বরাহভূমে ভ্রাতৃবিরোধ।

লালসিংহ বরাহভূম রাজপরিবারের গৃহবিবাদে বিশেষভাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য লালসিংহের কার্য্যাবলী বুঝিবার জন্য বরাহভূমের তৎকালীন অবস্থা বিবৃত করিবার প্রয়োজন। আমরা এই পরিচ্ছেদে সেই সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

খ্রীষ্টীয় ১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধে জয়লাভের পর হইতে ইংরাজ-শক্তি ক্রমশঃ বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তৎপরে কিছুকাল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাবগণ নামতঃ বঙ্গদেশের প্রভু ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত রাজ-শক্তি ইংরাজজাতির করতলগত হইয়াছিল। তৎকালাবধি ইংরাজ-শক্তি ক্রমশঃ দেশের অশান্তি বিদূরিত করিয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরাজশাসনের প্রতিভায় মুসলমান ও ইংরাজশাসনের সন্ধিস্থলে বঙ্গদেশে যে দেশব্যাপী অরাজকতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা অন্তরিত হইল। ইংরাজজাতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল শাসনগুণে এদেশে প্রজাসাধারণের ধন, মান, জীবন নিরাপদ হইল। কিন্তু ইংরাজশক্তি জঙ্গলমহলের বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় সহজে এই স্থানে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীসনন্দ লাভের সমকালে রাজা বিবেকনারায়ণ বরাহভূমের রাজা ছিলেন। রাজা বিবেক নারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী ও যুদ্ধবিশারদ বীর ছিলেন। তিনি ত্রিভনুসিংহের সহিত যুদ্ধে অন্যান্য রাজাগণের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। জঙ্গলমহলের রাজাগণ ইতিপূর্ব্বে রীতিমতরূপে কখন মুসলমান শাসনের অধীন হয় নাই। সুতরাং রাজা বিবেকনারায়ণ সহজে ইংরাজ-শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি আপনার সৈন্যদল লইয়া ইংরাজসরকারের সহিত যুদ্ধঘোষণা করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাদ ও শত্রুতা চলিতে লাগিল। শেষে বিবেকনারায়ণ পরাস্ত হইলেন। বাঙ্গালা ১১৮২ সালে বিবেকনারায়ণ ইংরাজ সরকার কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রঘুনাথনারায়ণকে রাজ্য অর্পণ করিয়া ইংরাজসরকার তাঁহার সহিত বরাহভূম পরগণার বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিলেন। পরবর্ত্তী দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজা রঘুনাথনারায়ণের সহিত সমাহিত হইয়াছিল। রাজা বিবেকনারায়ণ এই প্রকার বন্দোবস্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আজীবন কখন কোন বাহ্য শক্তির অধীনতা স্বীকার করেন নাই; সুতরাং নিজে ইংরাজ সরকারকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর বিবেকনারায়ণ রাজ্যের সহিত যাবতীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, মনের দুঃখে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরসেবায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিবেক-নারায়ণের সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ১৮০০ সালে মিঃ ইরাষ্ট লিখিয়াছেন.—

"Bibek Narain, who had long been in arms against Government, having been obliged to give up his Zemindary in the year "1182", Raghonath Narain, the late Zemindar * * was with his concurrence acknowledged as his successor,"

অর্থাৎ "বিবেকনারায়ণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ইংরাজ সরকার বাঙ্গালা ১১৮২ সালে তাঁহাকে জমীদারী ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মতিক্রমে মৃত জমীদার রঘুনাথনারায়ণ তাঁহার স্থলে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।"

রঘুনাথনারায়ণ রাজা বিবেকনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর লছমন্ নামে আর এক পুত্র ছিলেন। লছমন রঘুনাথ অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। বরাহবাজার রাজবংশের কেহ কেহ অদ্যাপি বিশ্বাস করেন যে, প্রধানারাণীর গর্ভজাত সন্তান বয়োকনিষ্ঠ হইলেও রাজ্যের অধিকারী। লেখক বরাহভূম ও নিকটবর্ত্তী স্থানের কোন কোন লোককে বলিতে শুনিয়াছেন যে রঘুনাথ রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন না। রাজা বিবেকনারায়ণ যখন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন তিনি আপনার ন্যায্য উত্তরাধিকারী লছমনসিংহকে ইংরাজের দরবারে আসিতে দেন নাই। পাছে ইংরাজ সরকার তাঁহার প্রতি বিরাগ বশতঃ রাজ্যের ন্যায্য অধিকারীর কোন অনিষ্ট সাধন করেন, এই ভয়ে বিবেকনারায়ণ লছমন সিংহকে অন্যত্র লুক্কায়িত রাখিয়া অন্যপুত্র রঘুনাথকে ইংরাজদরবারে উপস্থিত

করিয়াছিলেন। রাজাগণ আত্মচরিত্রের আদর্শে ইংরাজজাতির সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। স্বয়ং বিবেক-নারায়ণ ত্রিভুনসিংহের নিধনান্তে শিশু লালসিংহকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে এ প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব। কেহ কেহ আরও বলেন যে, যে কারণে বিবেকনারায়ণ স্বয়ং ইংরাজ সরকারকে কর দিতে স্বীকার করা অপেক্ষা রাজ্যত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন, সেই অভিমান ও আত্মগৌরবের বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী লছমনসিংহকে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে দেন নাই।

যাহা হউক ইংরাজ সরকার রঘুনাথের সহিত বরাহভূম জমীদারী বন্দোবস্ত করিলেন; এবং বিবেকনারায়ণের বীরত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ত্যাগস্বীকারের পুরস্কার স্বরূপ বরাহভূম পরগণার রাজস্বকর কেবলমাত্র ৮২৯৲ টাকা স্থির করিয়া দিলেন। এই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট কর সাধারণ রাজস্ব কর অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। ষ্ট্রাচি সাহেব ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—

"Tuc Sadar jama of Barabhum is so very light that inspite of the deplorable state of the lands, and the anarchy and confusion which have long prevailed throughout the estate, the public assessment amounting to 829 Rupees has been paid with tolerable regularity."

অর্থাৎ "বরাহভূমের সদর জমা এত অল্প যে জমীদারীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অরাজকতা এবং গোলমাল চলিতে থাকা স্বত্বেও ঐ কর যথানিয়মে আদায় হইতেছে।" কিন্তু করের কম-

বেশীতে কিছু আসে যায় না। এই প্রথম বরাহভূম রাজ্য প্রকৃত-পক্ষে অন্য শক্তির অধীন হইল। এই সময় হইতে বরাহভূম রাজ্য জমিদারীতে পরিণত হইল।

এইভাবে কিছুদিন গত হইলে, লছমন্‌সিংহ প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত সন্তান ও রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী এই বলিয়া রঘুনাথের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিলেন। তৎকালে এই সকল স্থানে রাজপরিবারের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, রণক্ষেত্রে তাহার বিচার হইত। তদনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া বিস্তর লোক হতাহত হইলে যুদ্ধের নিবৃত্তি হয়। লছমনসিংহ ইংরাজ-সহায় রঘুনাথকে রাজ্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরন্তু স্বয়ং পরাজিত ও ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন। ইংরাজের কারাগৃহে তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছিল।* লছমন সিংহের পুত্র ইতিহাস বিশ্রুত গঙ্গানারায়ণ অতঃপর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা ও ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

বরাহভূমের ও জঙ্গলমহলের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে জমীদারী বা রাজ্য অবিভাজ্য। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এই সকল স্থান রাজ্য-পদবীতে অধিকৃত হইত। সুতরাং এক রাজার মরণান্তে তাঁহার একজন মাত্র উত্তরাধিকারী রাজ্যাধিকার লাভ করিতেন। এবং সময়ানুসারে মৃত রাজার পুত্রগণের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত। ইংরাজশাসনের

---

*Lakhman, the son of the Patrani alluded to above died in Jail leaving a son Ganganarayan.

Dalton, p 174.

প্রথম অবস্থায় জঙ্গলমহলের অন্য স্থানেও রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরাজী ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে জঙ্গলমহলের প্রধানতম রাজ্য পঞ্চকোটের রাজা গরুড়নারায়ণ পারিবারিক বিপ্লবে নিহত হইয়াছিলেন। গরুড়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিখনলাল পিতার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। মুনিলাল নামে ভিখনলালের এক অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল। রাজা গরুড়নারায়ণের জীবনান্তে রাজ্যের চিরন্তন জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথামূলে মুনিলাল রাজ্যের দাবি করিলেন। এদিকে আবার গরুড়নারায়ণের অপর পুত্র মোহনলাল রাজ্যের দাবি করিয়া বসিলেন। এই রাজ্যাধিকার লইয়া মুনিলাল ও মোহনলালের মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজ্যের প্রবল লোকসমূহ এক এক পক্ষ আশ্রয় করিলেন। এই উপলক্ষে পঞ্চকোট রাজ্যে বিষম অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। শেষে দেশে ইংরাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি হিগিনসন্ সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মুনিলালের দাবি গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এবং তদনুসারে খ্রীষ্টীয় ১৭৭১ সালে মুনিলাল রাজা রঘুনারায়ণ নামে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জঙ্গলমহলে রাজ্যাধিকার লইয়া রাজপরিবারের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ তৎকালে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইত।

খৃষ্টীয় ১৭৯৮ সালে বরাহভূমের রাজা রঘুনাথনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও কনিষ্ঠের নাম মাধো সিংহ। কনিষ্ঠ মাধো সিংহ মৃত রাজার প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত ও জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে কারণে রঘুনাথ ও লছমন

সিংহের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল, সেই কারণে গঙ্গাগোবিন্দ ও মাধো সিংহের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। গঙ্গাগোবিন্দ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া এবং মাধো সিংহ প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত বলিয়া রাজ্যে দাবি করিলেন। তৎকালে গঙ্গাগোবিন্দের বয়স ষোড়শ বৎসর ও মাধো সিংহের বয়স পঞ্চদশ বৎসর ছিল। উভয়েই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও অস্ত্রচালনায় সুপটু ছিলেন। এবম্প্রকার অবস্থায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই নীতির অনুসরণ করিলেন। আইন আদালতের বিচার অপেক্ষা অসির বিচার তাঁহারা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতেন। সুতরাং সমরক্ষেত্রে স্ব স্ব দাবি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উভয় পক্ষ আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই গৃহবিবাদ উপলক্ষে রাজ্যের যাবতীয় শক্তিশালী পদস্থ ব্যক্তি এক এক পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মৃতরাজা রঘুনাথের ভ্রাতা লছমন সিংহের পুত্র গঙ্গানারায়ণ কনিষ্ঠ মাধো সিংহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। গঙ্গানারায়ণের পিতা প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত বলিয়া রাজ্যে দাবি করিয়াছিলেন; এবং বাহুবলে রঘুনাথকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। বরাহভূমের জনসাধারণের ন্যায় গঙ্গানারায়ণ তাঁহার পিতার দাবি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং মাধো সিংহের দাবি যুক্তিযুক্ত বলিয়া তিনি সহজে বিশ্বাস করিলেন। রঘুনাথের বংশের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের বিদ্বেষ-বহ্নি নিয়ত ধূমায়িত হইতেছিল। বর্ত্তমান ঘটনার বহুপরে ১৮৩২ সালে সেই বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বরাহ-রাজ্য ছারখার করিয়াছিল। ইতিহাসবিশ্রুত গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা

সেই বিদ্বেষের চরম পরিণতি। পরবর্ত্তী বিপ্লবে গঙ্গানারায়ণ যে অদ্ভুত সামরিক প্রতিভা ও বিচ্ছিন্ন প্রজাশক্তি সমবেত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বরাহভূমের বর্ত্তমান গৃহবিবাদ তাঁহাকে সেই প্রতিভা পরিপুষ্ট করিবার অবসর প্রদান করিল। পরবর্ত্তী বিপ্লবে গঙ্গারানায়ণের যে অসি পরিণত বয়স্ক মাধো সিংহের রক্তে রঞ্জিত ও স্নাত হইয়াছিল, সেই অসি বালক মাধো সিংহের সাহায্যের জন্য কোষমুক্ত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বরাহভূমের জনসাধারণ রাজ্যে প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত সন্তানের দাবি ন্যায্য বলিয়া মনে করিত। সেই জন্য অধিকাংশ সর্দ্দার মাধো সিংহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পঞ্চসর্দ্দারির সমরকুশল সর্দ্দার কিশন্ পাথর ও ধাদকা তরফের সর্দ্দার গুমানগঞ্জন সিংহ ভুঞা মাধো সিংহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কেবলমাত্র প্রতাপশালী সর্দ্দার লালসিংহ ভুঞা জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দকে আশ্রয় দিলেন। লালসিংহ তৎকালীন যাবতীয় সর্দ্দারগণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন। স্বয়ং ষ্ট্রাচি সাহেব একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"Lalsing appears to be the most powerful of the Sarders."

অর্থাৎ 'লালসিংহ সর্দ্দারগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।' তাঁহার আশ্রয় লাভে গঙ্গাগোবিন্দ অন্যান্য সর্দ্দারগণকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

—:(*):—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বরাহভূমে অশান্তি।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, কেবল লালসিংহ বরাহভূমের ভ্রাতৃবিরোধে জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। লালসিংহের এবম্বিধ আচরণে আমরা লালসিংহের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হই। রঘুনাথনারায়ণের রাজ্যাধিকারলাভ কালে বয়োজ্যেষ্ঠের অধিকার বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় গঙ্গাগোবিন্দ রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। সর্দ্দারগণ বরাহভূমরাজ্যের চিরন্তন পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া লালসিংহ জ্যেষ্ঠের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ প্রকার মনে করা অসঙ্গত নহে।

এই সময়ে বরাহভূমপরগণার যাবতীয় বিরোধে লালসিংহ বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং বরাহভূম পরগণার সাধারণ ইতিহাস লালসিংহের জীবনীর একাংশ। সেইজন্য এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে বরাহভূমের ইতিহাস বর্ণিত হইবে।

এই ভ্রাতৃবিরোধ উপলক্ষে বরাহভূম অশান্তির নিলয় হইয়া উঠিল। সর্দ্দারগণের দৌরাত্ম্যে সম্যক পরগণার লোক নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই প্রসঙ্গে মিঃ ইরাষ্ট লিখিয়াছেন,—

"There have always been the greatest disorders

in this Zemindary owing to the number of powerful Sarders who live in different parts of it, and are constantly committing depredations upon each other; and to the disputes which have always existed between different members of the Zeminder's family, and frequently occasioned a great deal of fighting and blood-shed."

অর্থাৎ "বরাহভূমের স্থানে স্থানে যে সকল সর্দার বাস করে তাহাদের উপদ্রবে এখানে সর্ব্বদা গোলযোগ চলিতেছে। সর্দারগণ সর্ব্বদাই আপনা আপনি মারামারি কাটাকাটি করিতেছে। তাহার উপর রাজপরিবারের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অশান্তি উৎপাদন করিতেছে। এই সকল লইয়া এঁখানে সর্ব্বদাই যুদ্ধ ও রক্তপাত সাধিত হইতেছে।"

দুই ভ্রাতার বিরোধ সম্বন্ধে মিঃ ক্লোচি লিখিয়াছিলেন,—

"The ties of relationship seem to have been entirely disregarded by these brothers & their respective partisans during the family dissensions which have subsisted in the estate since the father's death. One brother only 15 years old was accused of joining the Choars, laying waste the lands (the lands to which he lays claim) and committing murder. He answered by recriminations against his elder brother of 16, and there appears some ground to suspect that both of them as well as

their adherents have been concerned in offences of the nature above mentioned."

অর্থাৎ "পিতার মৃত্যুর পর হইতে ভ্রাতৃদ্বয় ও তাহাদের সাহায্যকারীগণ আপনাদের সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এক ভ্রাতার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। তাঁহার বিরুদ্ধে অপর ভ্রাতা অভিযোগ করিতেছেন যে তিনি চোয়াড়গণের সহিত মিলিত হইয়া নিজ দাবিকৃত রাজ্য উৎসন্ন দিতেছেন; পরন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ পর্যন্ত আরোপিত হইয়াছে। অপরতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ষোড়শ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে উক্ত প্রকার অত্যাচারের অভিযোগ করিতেছেন। উভয় ভ্রাতা ও তাহাদের অনুচরগণ উক্ত প্রকার গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত থাকে, ইহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।" রিপোর্টের আর এক স্থানে ট্রাচি সাহেব লিখিয়াছেন,—

"All parties proceeded to open hostilities, that is to say, murder each other, to plunder, lay waste and burn the property in dispute, to depopulate the country as far as lay in their power, and to commit every species of outrage and enormity.

অর্থাৎ "উভয়পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিল। নরহত্যা, দেশলুণ্ঠন, গৃহদাহ ও যথাসাধ্য দেশ প্রজাহীন করা তাহাদের কার্য্য হইয়াছে। যত প্রকার গর্হিত ও অন্যায় কার্য্য করা সম্ভব তাহারা তাহার প্রত্যেকটির অনুষ্ঠান করিতেছে।" এই ভ্রাতৃদ্বয় বিরোধ উপলক্ষে যে প্রণালী দ্বারা শত্রুতা সাধন করিত তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ট্রাচি সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The mode which these people adopt in all their quarrels to wreak their vengeance on each other is by joining the Choars or turbulent and disaffected Pikes or hiring them to commit the most terrible out-rages and devastations on those whom they look upon as hostile to their interests."

অর্থাৎ "এই ভ্রাতাদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন জন্য চোয়াড়দের সহিত মিলিত হয় কিংবা চোয়াড়দিগকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা যে সকল লোক তাহাদের স্বার্থের অন্তরায় তাহাদের বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া থাকে।"

বরাহভূমের অবস্থা সম্বন্ধে অন্য এক স্থানে ষ্ট্রাচি সাহেব লিখিয়াছেন,—

"According to the best information I am able to obtain Burrabhum has seldom or never been known in a state of perfect tranquility, nor has the Zemindar ever expected to acquire a sufficient control over the different descriptions of persons within the estate, to prevent their committing depredations either on himself, on each other, or on the neighbouring Zemindars."

অর্থাৎ "আমি অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হইয়াছি, বরাহভুম পরগণায় কখনও সম্পূর্ণভাবে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। কিংবা বিভিন্ন প্রকৃতির যে সকল লোক এখানে বাস করে জমীদার কখন তাহাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে

সমর্থ নহেন। ঐ সকল লোক জমীদারের উপর, পরস্পরের উপর, ও নিকটবর্ত্তী জমীদারের উপর যে সকল অত্যাচার করে, জমীদার তাহার প্রতিকার করিতে পারেন না।” প্রকৃতপক্ষে লালসিংহ বরাহভূম ও নিকটবর্ত্তী রাজ্যসকলের উপর যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার বর্ণনা করিয়াছি। ষ্ট্রাচি সাহেবের রিপোর্টের এই অংশ সেই সকল বিবরণের সমর্থন করে।

বরাহভূমের এই প্রকার বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিবার জন্য ইংরাজ সরকার চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে সর্দ্দারগণের দমন ও পরগণায় শান্তিস্থাপন উদ্দেশ্যে ১৭৯৯খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর হইতে বরাহভূমে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। শিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের আগমনে সর্দ্দারগণ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়া নিজ নিজ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সর্দ্দারগণ এই প্রকারে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বে লালসিংহ সরবরাহকারের বাটী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন; তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সর্দ্দারগণ কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইল না। তাহারা সুযোগ বুঝিয়া আপন আপন দুর্গ হইতে বাহির হইয়া অবসরক্রমে নির্দ্দয়ভাবে বরাহভূম লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এ সম্বন্ধে ষ্ট্রাচি সাহেবের রিপোর্টে আছে,—

“A considerable military force being at last sent to Burrabhum hostilities ceased between the contending parties and they retired to their strongholds from whence they have occasionally sallied out and plundered indiscriminately every part of the estate.”

অর্থাৎ "বহুসংখ্যক সৈন্য বরাহভূমে প্রেরিত হইলে, কিছুদিনের জন্য বিবাদ থামিল; ও সর্দ্দারগণ তাহাদের দুর্গে প্রত্যবর্ত্তন করিল। কিন্তু তাহারা সময় সময় দুর্গ হইতে বাহির হইয়া নির্দ্দয়ভাবে রাজার জমীদারী লুণ্ঠন করিয়া থাকে।"

লালসিংহ সর্দ্দারগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ও প্রবল ব্যক্তি। লালসিংহকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে, বরাহভূমে শান্তি সংস্থাপিত হইবার সুবিধা হইবে, বিবেচনা করিয়া ইংরাজ সরকার লালসিংহকে ধৃত করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইবার জন্য বার বার আদেশ পাঠাইলেন। কিন্তু লালসিংহকে কেহই গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় লালসিংহ অব্যাহতভাবে আপনার ইপ্সিত পন্থার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ষ্ট্রাচি সাহেবের মন্তব্যের একাংশে আছে—

"Frequent orders were issued to the sebandies and the Police Daroga to seize Lalsing and his followers and to send them to Midnapur."

অর্থাৎ "লালসিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিবার জন্য বারংবার সিপাহিগণ ও দারোগার উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।" কিন্তু দারোগার সাধ্য ছিল না যে লালসিংহকে গ্রেপ্তার করে। ষ্ট্রাচি সাহেব একস্থলে লিখিয়াছেন যে, দারোগাগণ চোয়াড়গণকে গ্রেপ্তার করা দূরে থাকুক, চোয়াড়গণের অনুগ্রহ ব্যতীত জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ নহে।

শেষে লালসিংহকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে শাসন করার আশা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু লালসিংহ

ও তাহার অনুচরবর্গ ধৃত হইলেও আদালতের বিচারে তাহাদিগকে দোষী প্রতিপন্ন করা যাইবে না বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতীতি হইল। বরাহভূম পরগণার ভিতর একজনও লোক আদালতে দাঁড়াইয়া তাহাদের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না; সুতরাং তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ফল নাই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"These people though guilty of most atrocious crimes, if apprehended and placed before a court of circuit would be acquitted and released owing to the difficulty of procuring witnesses to depose against them."

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও বুঝিতে পারিলেন যে, বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়া কোন ফল হইবে না। লালসিংহ-প্রমুখ সর্দ্দারগণকে বলে কি ভয়প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করা যাইবে না। বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া সর্দ্দারগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেও বরাহভূমে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না বলিয়া ষ্ট্রাচি সাহেব বুঝিতে পারিলেন। দেশের মধ্যে সর্দ্দারগণের যে প্রকার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি, তাহাতে সৈন্যের সাহায্যে তাহাদিগকে দমিত করা অসম্ভব। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন,—

"Experience has shown that Sarders are able to commit depredations with impunity; that owing to the nature of the country they inhabit, to

seize their persons or expell them are equally difficult, and that to confine them to their fastnesses or cause them to retire to the Marhatta territory for a time which is all that can be done by regular troops, is insufficient to protect the country from their depredations, because they can occasionally return, and plunder, and when pursued easily elude all search from their knowledge of the country and skill and dexterity in passing through it. This is proved by the general conviction that they are able to put in execution their threats of vengeance in case of refusal to satisfy their demands. They accordingly maintain their authority merely by threats over large tracts of country in spite of all the powers of the civil Magistrate aided by the military."

অর্থাৎ "অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার এই শিক্ষালাভ হইয়াছে যে সর্দ্দারগণ অবাধে যে কোন প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ। তাহারা যেপ্রকার স্থানে বাস করে, তাহাতে তাহাদিগকে ধৃত করা কি তাহাদিগকে বিতাড়িত করা দুরূহ কার্য্য। রীতিমত সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলে তাহাদিগকে নিজ নিজ দুর্গে আবদ্ধ রাখা কি তাহাদিগকে কিছু দিনের জন্য মারাঠা রাজ্যে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারা

যাইবে না। স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে, ও পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানে গতায়াতে তাহারা যেপ্রকার অভ্যস্ত তাহাতে, মনে হয় যে তাহারা সৈন্যগণের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইয়া যাইবে ; এবং সময় বুঝিয়া পুনরাগমন করতঃ পূর্ব্ববৎ লুণ্ঠন ও অন্যান্য অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিবে। এবং তাহাদিগের দাবি পরিপূর্ণ না করিলে তাহারা প্রকৃতিপুঞ্জের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিবে। কেবল মাত্র ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহারা বিস্তৃত স্থানে আপনাদের অধিকার প্রবল রাখিয়াছে। সৈন্যবলের সাহায্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ নহেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সাম্যনীতি।

বরাহভূমের অবস্থা দৃষ্টে স্থানীয় রাজপুরুষগণ বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাগোবিন্দ ও মাধোসিংহের বিরোধ এবং লালসিংহ প্রভৃতি সর্দারগণের অনুসৃত পন্থা সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত করিয়া রাজ্যে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জেলার কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়েই নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার সম্বন্ধে কালেক্টার সাহেব রেভিনিউবোর্ডকে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গভর্ণমেণ্টে পত্র লিখিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রাচি সাহেব শান্তিরক্ষার জন্য যে সকল প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমরা অতঃপর সেই সকল বিবরণ বিবৃত করিব।

বরাহভূম পরগণার জমীদারী সম্বন্ধে গঙ্গাগোবিন্দ ও মাধোসিংহ দুই ভ্রাতার দাবির বিষয় অনুসন্ধান করিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার সাহেব অবিলম্বে জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে জমীদারী অর্পণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন; এবং তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্ট জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে জমীদারী অর্পণ করিলেন। তদনুসারে জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ রাজা-আখ্যায় বরাহভূমের গদিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর উভয় ভ্রাতার মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইয়াছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারে জ্যেষ্ঠ

গঙ্গাগোবিন্দের দাবি গ্রাহ্য হইয়াছিল। এই প্রকারে জমীদারী সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার পর হইতে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।* পরে মাধো সিংহ জমীদারীর তত্ত্বাবধান কার্য্যে গঙ্গাগোবিন্দের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন। মাধো সিংহও বিবিধ যত্নে জমীদারীর উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, উভয় ভ্রাতার মধ্যে এপ্রকার মনের মিল সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, গঙ্গাগোবিন্দ মাধো সিংহের হস্তে জমীদারী তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; এবং মাধো সিংহও যথাসাধ্য জ্যেষ্ঠের প্রীতি অর্জ্জনের জন্য যত্ন করিতেন। বাল্য-জীবনে উভয় ভ্রাতার মধ্যে যেপ্রকার মনোমালিন্য হইয়াছিল, পরিণত বয়সে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সেই প্রকার সৌভ্রাত্র জন্মিয়াছিল।

সর্দ্দারগণের বিশেষতঃ লালসিংহের অত্যাচার হইতে বরাহভূম-জমীদারী রক্ষা করিবার নিমিত্ত ষ্টুয়াটি সাহেব সাম্যনীতির আশ্রয় লইলেন। এই কার্য্যে আমরা ষ্টুয়াটি সাহেবের তীক্ষ্ণ প্রতিভার

*On the death of Raghunath Sing he also was succeeded by the son of his Second Rani, who was declared by the Sadar Court to be heir in opposition to a claim again setup by Madhab Sing, the younger son, but the son of the Patrani; but failing in his suit Madhab Sing resigned to his fate and was consoled by being appointed Dewan, or Prime Minister, to his brother.

Dalton, p 174.

ও রাজ-নীতিকুশলতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। লালসিংহকে দণ্ডিত করিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াস বৃথা, তাহা ষ্টাচি সাহেব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য সাহেব লালসিংহকে তাঁহার পূর্ব্বকৃত যাবতীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা করিয়া, তাঁহার সাহায্যে অশান্তিপীড়িতদেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। বিশ্বাস ও ক্ষমার ভিত্তির উপর রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা যেরূপ দৃঢ় হয়, দণ্ড ও শাসনের ভিত্তির উপর সে প্রকার হইতে পারে না।

তৎকালে রাজা ও সর্দ্দারগণ আপনাপন অধিকার সংরক্ষণ কল্পে বহুসংখ্যক পাইক বা সৈন্য রাখিতেন। বরাহভূমের ন্যায় অশান্ত ও দূরবর্ত্তী স্থানে শান্তি সংরক্ষণকল্পে যে পরিমাণ প্রহরী নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন, সরকার হইতে তাহা রাখিবার সুবিধা ছিল না। সেই জন্য ষ্টাচি সাহেব লালসিংহের যে চোয়াড় অনুচরগণ এতদিন দেশে অশান্তি বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের সাহায্যে রাজ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

জঙ্গল মহলের তৎকালীন পুলিশ প্রথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ষ্টাচি সাহেব লিখিয়াছেন,—

"In fact no effectual Police whatever exists in any part of the Jungles, or ever could exist except that which is kept up by the Zemindar and Sarder Pikes or Choars. A Daroga never attempts to summon either a Sarder Pike or any of his people, nor is obedience expected from them

any more than from the subjects in the adjoining territory of the Marhattas."

অর্থাৎ "প্রকৃতপক্ষে জঙ্গলমহলে জমীদার ও সর্দ্দারগণের রক্ষিত পুলিশ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যকারী পুলিশ নাই। দারোগা কখন সর্দ্দার পাইক কি তাঁহার অধীনস্থ কোন লোককে তলব করিতে সাহস করে না। কিংবা সমীপবর্ত্তী মারাঠারাজ্যের প্রজাগণের অপেক্ষা এই সর্দ্দারগণের নিকট অধিকতর বাধ্যতার আশা করিতে পারা যায় না।"

এই অবস্থায় ষ্ট্রাচি সাহেব আরও লিখিলেন,—

"The only remedy then to which I can have recourse is to raise a sufficient number of pikes within the estate; above a thousand will I believe be required, and this appears to me impossible to be done without the assistance of Lalsing, or some other Sarder of Pikes residing within the Zemindary."

অর্থাৎ "জমীদারীর মধ্য হইতে যথেষ্ট সংখ্যক পাইক সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন। শান্তিরক্ষার জন্য এই প্রকার সহস্রাধিক পাইকের প্রয়োজন। কিন্তু লালসিংহ কি অপর কোন সর্দ্দার পাইকের সাহায্য ব্যতিরেকে এই প্রকার পাইকের সংস্থান করা সম্ভাবিত নহে।"

এদিকে লালসিংহের সাহায্য গ্রহণ করিবার সম্বন্ধে এক বিষম অন্তরায় বিদ্যমান ছিল। লালসিংহের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে বহুতর অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল; এবং তাঁহাকে ধৃত

করিবার জন্য পুলিশের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য ইংরাজ সরকার ক্ষমাপ্রদর্শন না করিলে শান্তিসংস্থাপনকার্য্যে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভাবিত ছিল না। পরন্তু বরাহভূমের সামান্য কৃষক হইতে প্রধানতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত রাজ-পরিবারের বিবাদে লিপ্ত থাকিয়া, অল্পাধিক আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এক এক পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহারা যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল। তাহাদের সকলকে দণ্ড দান করিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, দেশে শান্তি স্থাপনের আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিত। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দণ্ডনীতির অনুসরণ করা রাজপুরুষগণ সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না। বাস্তবিক, দেশব্যাপী অশান্তির সময়ে প্রজাবর্গের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের জন্য আইনের আশ্রয়ে প্রত্যেক অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিলে, শান্তিস্থাপন বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ এই দেশবাসীগণ ইতিপূর্ব্বে কখন নির্দ্দিষ্ট রাজ-শক্তির অধীন হয় নাই। আইনের দৃঢ় রজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধন করিতে হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বাচরিত কার্য্যের জন্য মার্জ্জনা করা ষ্ট্রাচি সাহেব সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। এই সকল অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া ষ্ট্রাচি সাহেব লাটদরবারে মন্তব্য প্রেরণ করিলেন যে,—

"Independent of the number of persons concerned other obstacles exist which render it, I conceive, not advisable to proceed against the Choars of Burrabhum according to regular course of Law."

অর্থাৎ "এই ব্যাপারে লিপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যাধিক্য ব্যতীত আরও অপর কারণ আছে যে জন্য আমি রীতিমত আইন অনুসারে চোয়াড়গণের বিরুদ্ধে কার্য্য করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।"

ইতিপূর্ব্বে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সর্দ্দারগণ অধীনস্থ চোয়াড়গণকে লইয়া স্বাধিকার রক্ষা ও পররাষ্ট্রপীড়ন সম্পন্ন করিতেছিলেন। চোয়াড়সৈন্যের নিয়মিত গঠনপ্রণালী ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সর্দ্দারগণ যে জাতীয়প্রতিপত্তিমূলে চোয়াড়গণের উপর প্রভুত্ব করিতেন, সেই জাতীয় প্রতিপত্তি চিরকালের জন্য নষ্ট হইবার এই প্রথম সোপান। চোয়াড়গণের উপর সর্দ্দারের চিরপরিচালিত প্রভুতা তখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তখনও চোয়াড়গণ সর্দ্দারের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু ইংরাজ শক্তির অভ্যুদয়ে সর্দ্দার ও চোয়াড়গণের চিরাচরিত বীরত্ব প্রদর্শনের আর অবসর রহিল না। লালসিংহ বাহুবলে বহু রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ অধিকারের বাহির হইতে বিস্তর সম্পত্তি অর্জ্জন করিতেন। সুতরাং চোয়াড়গণের নিকট হইতে আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে কখন অধিক অর্থের দাবি করিতে হয় নাই। বরং তাঁহার অধীনস্থ চোয়াড়গণ যুদ্ধে লব্ধ ও লুণ্ঠিত সম্পত্তির যে অংশ পাইত, তাহাতে তাহারা বিস্তর লাভ করিত। এইরূপ অবস্থায় চোয়াড়গণ লালসিংহের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ও অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। লালসিংহের প্রতি তাহাদের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকিলে, লালসিংহ কখনই আপনার প্রতিভা প্রকাশের এতাদৃশ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন না। বীর-প্রকৃতি চোয়াড়গণ বীরসর্দ্দারের প্রতিভায় আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত। বিশেষতঃ ইংরাজজাতির বল, বুদ্ধি,

প্রতিভা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহাদের কোনই জ্ঞান ছিল না। এ প্রকার অবস্থায় ইংরাজ-শক্তির নব অভ্যুদয়ে লালসিংহ ও তাঁহার চোয়াড়গণের জাতীয় প্রথাসম্মত বীরত্ব প্রদর্শনের অবসর লোপ পাইলে, সেই শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিয়া রাজ্যের বিবিধ অমঙ্গল উৎপাদন করিতে পারিত। সমুদ্রমুখাভিগামী নদীপ্রবাহের গতি রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে নদী ঐ অবরোধ ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, অথবা ঐ অবরোধের তলভেদ করিয়া গন্তব্যপথে গমন করিয়া থাকে। সেইরূপে সর্দ্দারগণের চিরন্তন প্রভুতা রোধ করিবার চেষ্টা করিলে ঐ শক্তি প্রতিরুদ্ধ না হইয়া রাজ্যের অনিষ্ট সাধনে রত হইতে পারিত। সেই জন্য তীক্ষ্নদৃষ্টি নীতিজ্ঞ রাজপুরুষ ষ্ট্রাচি সাহেব ঐ শক্তিকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করিয়া তাহাকে রাজ্যের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা করিয়া লাটদরবারে জানাইলেন,—

"Necessity alone compells me to propose a measure which I am of opinion will contribute to the preservation of lives, and possibly put an end to the distraction of the country. I mean the granting pardon or exempting from prosecution the Sirder Pikes of Burrabhum prevailing upon them to come to a settlement with the Zemindar and engaging them to defend the lands which they have so long been employed in desolating."

অর্থাৎ "স্থানীয় প্রয়োজন দৃষ্টে বাধ্য হইয়া আমাকে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিতে হইতেছে। আমি বিশ্বাস করি এই

প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বহুলোকের জীবন রক্ষা হইবে ও রাজ্যের অশান্তি বিদূরিত হইবে। আমার প্রস্তাব এই যে, সর্দ্দারগণকে পূর্ব্বকৃত যাবতীয় কার্য্যের জন্য ক্ষমা করা হউক; এবং জমীদারের সহিত তাহাদের সদ্ভাব সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হউক। পরন্তু এতদিন তাহাদের যে শক্তি দেশ উৎসন্ন দিয়াছে সেই শক্তিকে দেশরক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হউক।"

বাস্তবিক এই প্রস্তাবে রাজপুরুষ ষ্ট্রাচি বিলক্ষণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। সর্দ্দারগণের জাতীয় গৌরব নির্ব্বাপিত হইলেও প্রবল প্রতাপ ইংরাজ শক্তি তাঁহাদিগকে দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, এই চিন্তাও তাঁহাদিগকে কতক পরিমাণে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এবং তদ্বারা প্রকৃতপক্ষে বরাহভূম পরগণায় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

গবর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুরের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের সেক্রেটারী টাকার সাহেব তাঁহার স্বাক্ষরিত ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের পত্রে ষ্ট্রাচি সাহেবকে জানাইলেন যে,—

"The Governor General in Council approves of the measures suggested in the 23rd and following paragraphs of your letter, and under the resolution above communicated to you, you are of course at liberty to make such use of the Sirder Pikes in Burrabhum, as circumstances may appear to you to render expedient, or necessary."

তৎকালে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রাজ-নীতিকুশল শাসনকর্ত্তা মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নিকট

ষ্ট্রাচি সাহেবের মন্তব্য সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল। মন্তব্যের প্রকাশিত প্রস্তাব অনুসারে সর্দ্দারগণের পূর্ব্বাপরাধের জন্য তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করা হইল; এবং তাঁহাদের সাহায্যে রাজ্যে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। টাকার সাহেবের উপরোক্ত পত্রের অপরাংশে আছে,—

"The Governor General in Council * * * is of opinion that no retrospect should be had of the conduct, either of the Zemindar, or the Sirder Pikes of Burrabhum. His Lordship accordingly desires that you will admit them all to the benifit of a general pardon, under an express provision however that their conduct be unexceptionable in future, and that should they recur to their former practices this pardon is to be forfeited and of no effect."

অর্থাৎ "মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর মত প্রকাশ করিতেছেন যে, জমীদার ও সর্দ্দারগণকে পূর্ব্বাচরিত কার্য্যের জন্য ক্ষমা করা হউক। তাহাদের সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, যদি তাহারা ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাচরিত নীতির অনুসরণ করে তাহা হইলে এই ক্ষমার আদেশ রহিত করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করা যাইবে।"

উপরোক্ত মর্ম্মে মিঃ টাকার রেভিনিউবোর্ডে এবং রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী ডাউডেসওয়েল কালেক্টার ইরাষ্ট সাহেবকে পত্র দ্বারা লাটদরবারের অভিমত বিজ্ঞাপিত করিলেন; এবং ইংরাজ সরকারের অনুসৃত সাম্যনীতি মূলে বরাহভূমে শান্তি সংস্থাপিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি সংস্থাপন।

ট্রাচি সাহেবের অনুরোধে লাটসাহেব ক্ষমা নীতিবলে বরাহভূমে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত করিলেন। তখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। দুর্দ্দমপ্রকৃতি অসভ্য বরাহভূমবাসীগণ ইংরাজজাতির শিক্ষা, দীক্ষা জ্ঞান, বিদ্যা, আচার ও প্রকৃতির বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। বরাহভূমের আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে বৃটিশশাসনের শতাধিক বৎসর পরে, অদ্যাপিও শিক্ষার প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তৎকালে তাহারা নিতান্ত মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, উদ্ধতপ্রকৃতি ও অসভ্যস্বভাব ছিল। ঐ সকল অধিবাসীগণের নিকট ইংরাজ সরকারের মন্তব্য প্রচারিত করিয়া তাহাদিগকে শান্তিরক্ষার জন্য ব্রতী করা বিশেষ কঠিন কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। সরকারী লোকের মধ্যে সিপাহী, পুলিশ ও রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণের সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণকে তাহারা আপনাদের আচরিত কার্য্যের অন্তরায় ও শত্রু বলিয়া মনে করিত; এবং শেষোক্ত শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ তাহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অপ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইত। ট্রাচি সাহেব লিখিয়াছেন,—

"They (Police officers) so far from possessing

the least authority over them were frequently indebted to the forbearance of the Choars alone for their safety. The revenue officers are generally speaking more obnoxious to the Choars than the Police Darogas."

অর্থাৎ "চোয়াড়গণের উপর পুলিশ কর্ম্মচারিগণের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। তাহারা অনেক সময়ে চোয়াড়গণের অনুগ্রহে জীবনরক্ষা করে। রাজস্ববিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ পুলিশ দারোগাগণ অপেক্ষা চোয়াড়গণের নিকট অধিকতর অপ্রিয়।" এই চোয়াড়গণ প্রায় ৪৮০ বর্গমাইল পরিমিত পর্ব্বত ও জঙ্গল সমাকীর্ণ স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। বরাহভূম পরগণা জঙ্গলমহলের দূরবর্ত্তী প্রান্তসীমায় অবস্থিত ও তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বরাহভূম পরগণার জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'এখানে 'জঙ্গলীজ্বর' নামক এক প্রকার জ্বররোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এবং নবাগত লোক প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। ষ্ট্রাচি সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The climate of Burrabhum is exceedingly unhealthy. Numbers of sepoys have perished there, and scarce a man escapes the most severe attacks of jungle fever, which if it does not prove fatal, generally disables the patient for a very long period."

এই প্রকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চোয়াড়দিগকে সংযত করিবার, ও ইংরাজ-সরকারের সদুদ্দেশ্য তাহাদিগের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাদিগকে ইংরাজ সরকারের স্বপক্ষে আনয়ন করিবার, বিশেষতঃ তাহাদের সাহায্যে দেশে শান্তিস্থাপন করিবার, এবং তাহাদের মধ্য হইতে সহস্রাধিক প্রহরী নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাসী ও তাহাদের উপর প্রভুত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপরের দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত ছিল না। নূতন রাজা বয়সে বালক ছিলেন। প্রজাসাধারণের উপর তখনও তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্য সমাহিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পরন্তু রাজাও আবার লালসিংহের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র ছিলেন। ঘোর বিপৎকালে যখন রাজ্যের যাবতীয় প্রধান লোক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন একমাত্র লালসিংহ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সুতরাং লালসিংহের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ ছিল।

রাজ্যের মধ্যে একমাত্র লালসিংহ সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লালসিংহের সংগ্রাম-কুশলতার ও তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তার কথা প্রত্যেকেই অবগত হইয়াছিল। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষভাবে পরগণাস্থিত প্রত্যেক গ্রামের উপর কর সংস্থাপন দ্বারা লালসিংহ পরগণার প্রত্যেক অধিবাসীর উপর তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লালসিংহ চরিত্র ও বাহুবলে প্রত্যেক লোকের ইষ্টানিষ্ট সংসাধনে সমর্থ, এ কথা পরগণার প্রত্যেক লোক জ্ঞাত ছিল। তাহার উপর একা লালসিংহ গঙ্গাগোবিন্দের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দ বরাহভূমের গদ্দিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য সর্দ্দারগণের প্রতিভা হীনবল ও লালসিংহের মর্য্যাদা ও প্রভুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ষ্ট্রাচি সাহেব নিরতিশয় সুক্ষ্মদর্শী নীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, লালসিংহের সাহায্য ও মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে বরাহভূমে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও প্রজাগণকে বাধ্য করা সম্ভাবিত নহে; সেই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই লাট দরবারে জানাইয়াছিলেন যে,—

"If the Government find for the elder brother, Lalsing I believe would be the best person to bring about a negociation with the Choars."

অর্থাৎ "রাজ্য লইয়া বিবাদকারী দুই ভ্রাতার মধ্যে সরকার বাহাদুর যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুকূলে বিবাদ নিষ্পন্ন করেন, তাহা হইলে চোয়াড়গণের সহিত বন্দোবস্তকার্য্য লালসিংহের যত্নে সম্পন্ন হইতে পারে।"

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জমীদারী প্রাপ্ত হওয়ায় ষ্ট্রাচি সাহেব অতঃপর লালসিংহের সাহায্যে বরাহভূমে শান্তি সংস্থাপনে যত্নশীল হইলেন; এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া লালসিংহের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরাজ-সরকার ও চোয়াড়গণের মধ্যস্থ হইয়া লালসিংহ চোয়াড়গণকে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে আনয়ন করিলেন; এবং তাহাদের মধ্য হইতে দেশে শান্তি-রক্ষার জন্য সহস্রাধিক প্রহরী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

লালসিংহ বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষাচরিত মুণ্ডারি প্রথানুসারে যুদ্ধ ও দেশ লুণ্ঠন

আর অধিক দিন চলিবে না। ইংরাজ-শক্তি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাবতীয় রাজ-শক্তির কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং এই অবসরে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলে অচিরে চোয়াড়গণ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি-বিধানে নিযুক্ত হইল; এবং সর্দ্দারগণের যে বিপুল বাহিনী এতদিন দেশ উৎসন্ন করিতেছিল, তাহারা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে দেশের শান্তি-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

এই প্রকারে মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লির উদার নীতিমূলে, ষ্ট্রাচি সাহেবের তীক্ষ্ণ শাসন প্রতিভায়, ও লালসিংহের যত্নে বরাহভূমে শান্তি সংস্থাপিত হইল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্য ভূমিজ জাতির জাতীয় প্রভুতা নষ্ট হইয়া তাহারা কৃষি-জীবনের শান্তি ও সম্পদ উপভোগের অবসর প্রাপ্ত হইল।

ষ্ট্রাচি সাহেবের নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে এক্ষণে ভূমিজ চোয়াড়গণ তাহাদের পূর্ব্বাচরিত দুর্দ্ধর্ষ রণ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া অদ্যাপি পার্ব্বত্য গিরিপথ বা 'ঘাট' রক্ষা করিয়া দেশে শান্তিস্থাপনের সহায় হইয়াছে। এক্ষণে এতদ্দেশে তাহারা 'ঘাটোয়াল' বা 'গিরিপথ রক্ষাকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ' এই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কর্ণেল ডাল্টন ইংরাজী ১৮৭২ সালে স্বরচিত পুস্তকের ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"With one or two exceptions all the Ghatwals (captains of the border and their man) of the Bhumij part of Manbhum aud Singhbhum Districts are Bhumij, this is a sure indication of their being

the earliest settlers. They were the people to whom the defence of the country was entrusted. The Bhumij Ghatwals in Manbhum have now after all their wild escapades settled down steadily to work as guardians of the peace."

অর্থাৎ "মানভূম ও সিংহভূম জেলার ভূমিজ অংশের ঘাটোয়ালগণ (দুই একজন বাদে) সকলেই ভূমিজজাতীয়। এই সকল লোক যে স্থানীয় আদিম অধিবাসী তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল লোকের হস্তে দেশের শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। মানভূম জেলার ঘাটোয়ালগণ তাহাদের পূর্ব্বাচরিত রণনীতি পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়ভাবে শান্তিরক্ষার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে।" এই প্রকারে দুর্দ্দমনীয় চোয়াড়-শক্তিকে দেশহিতকরকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া তাহাদিগের সাহায্যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লালসিংহের বুদ্ধি ও প্রতিপত্তিবলে এই কার্য্য সমাহিত হইয়াছিল, ইহা লালসিংহের জীবনের সর্ব্বপ্রধান গৌরব।

পরিশিষ্ট।

লালসিংহের জীবনীর পরিজ্ঞাত অংশ লিপিবদ্ধ হইল। এতদতিরিক্ত বিবরণ বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে নিহিত। বর্ত্তমান সময়ে তাহার উদ্ধার সাধ্যায়ত্ত নহে।

বরাহভূমে শান্তি সংস্থাপিত হইবার পর হইতে সরকারী কাগজপত্রে আর লালসিংহের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বরাহভূমের ঘাটোয়ালগণের এক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহা অদ্যাবধি মানভূমের ডেপুটী কমিশনর সাহেবের মহাফেজখানায় সুরক্ষিত আছে। ঐ তালিকা দৃষ্টে লালসিংহের পুত্র পঞ্চাননসিংহ তৎকালে সতেরখানির তরফসর্দ্দার ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উপরোক্ত তালিকা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্ববৎসর বরাহভূমের রাজকুমার গঙ্গানারায়ণসিংহ বিদ্রোহী হইয়া এতদঞ্চলে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই বিদ্রোহের সময়ও পঞ্চাননসিংহ সতেরখানির সর্দ্দার ছিলেন। সুতরাং ইংরাজী ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে লালসিংহ লোকান্তরলাভ করিয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায়।

ঘাটোয়ালীপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে লালসিংহ সম্বন্ধে সরকারী কাগজ পত্র নীরব। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, অতঃপর লালসিংহ শান্তভাবে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া-

ছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে, নিসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে ষ্ট্রাচি সাহেবের সাম্যনীতি অপাত্রে অর্পিত হয় নাই।

লালসিংহের পর গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা ও সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে এদেশে ঘোর অশান্তি ও রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী উপরোক্ত বিপ্লব-কালে বিদ্রোহীগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সতের-খানির সিংহপরিবার চিরকাল ইংরাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া সরকারের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন।

লালসিংহ বাহুবলে পরাভূত হন নাই। নীতিকুশল ষ্ট্রাচি সাহেব ক্ষমা ও বিশ্বাসের দ্বারা লালসিংহকে জয় করিয়াছিলেন বিবিধ ঘটনার চক্রে পড়িয়া এমন কি পরবর্ত্তী বিপ্লব ও বিদ্রোহ কালে লালসিংহ ও তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজ সরকারের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ক্ষমা ও বিশ্বাসের নীতি দণ্ডনীতি অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ়তর। সতেরখানির সিংহ-পরিবার সম্বন্ধে এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

লালসিংহ প্রতাপশালী বীরপুরুষ ছিলেন; তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরন্তু তিনি সুশাসক ও প্রজারঞ্জক ভূস্বামী ছিলেন। ষ্ট্রাচি সাহেব এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

"He (Lalsing) treats his ryats well and gives them effectual protection."

অর্থাৎ "তিনি প্রজামণ্ডলীর প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, এবং তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।" সতেরখানির প্রকৃতিপুঞ্জের, বিশেষতঃ চোয়াড় সৈন্যের, যে প্রকার গঠনপ্রণালী ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের মনোরঞ্জন

ব্যতিরেকে লালসিংহ কদাপি কথিতরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। চরিত্রের ঔদার্য্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্রসাহস ও বাহুবলে পিতৃহীন, অসহায় শিশু বয়োবৃদ্ধি সহকারে কথনই এতাদৃশ প্রতিষ্ঠা ও আত্মগৌরব স্থাপন করিতে পারিতেন না।

যুদ্ধবিশারদ বীর মাত্রেই সন্ধি ও শান্তি স্থাপনে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। সাধারণতঃ শান্তি সংস্থাপন কার্য্য অনেক সময়ে বীরধর্ম্মের বিরোধী। লালসিংহের চরিত্রে একাধারে এই উভয় গুণ বিদ্যমান ছিল। তিনি যে প্রকার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, দেশের শান্তি সংস্থাপন কার্য্যেও সেই প্রকার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও নীতিকুশলতাব পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে রাজ্যের অশান্তি বিদূরিত করিয়া তাহার স্থানে শান্তি সংস্থাপনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনের সর্ব্ব প্রধান গৌরব তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

লালসিংহের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও নীতিকুশলতার অপরাপর দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বরাহরাজবংশে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দের পক্ষাবলম্বন ও চিরন্তন প্রথানুসারে বিবাদকালে ও রাজসরকারে কর প্রদান ইত্যাদির বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে লালসিংহের মেধা ও কূটবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লালসিংহের চরিত্রের যে অংশ বিবৃত হইল, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে লালসিংহ একজন কর্ম্মঠ, দৃঢ়চেতা, রণকুশল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নীতিজ্ঞ, শান্তি ও সন্ধিস্থাপনে প্রতিভাশালী, এবং আত্মগৌরবে গরীয়ান পুরুষ ছিলেন। এই প্রকার চরিত্রের আলোচনা বোধ হয় কেহ নিরর্থক বলিয়া মনে করিবেন না।

লালসিংহ যে অনার্য্যবংশসম্ভূত ছিলেন, সেই বংশীয় অনেকে ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে জঙ্গলাকীর্ণ, তদানীন্তন সভ্যজগতের অপরিজ্ঞাত, স্থানে যথেষ্ট শাসন প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় উক্ত ব্যক্তিগণের জীবনী উদ্ধারের যথাযথ চেষ্টা হয় নাই। তাহাদের আচার, ব্যবহার ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় লেখকগণ যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদতিরিক্ত কোন তথ্য আবিষ্কারের জন্য বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ কোন উল্লেখযোগ্য যত্ন করেন নাই। উদারনীতিমূলক ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে চিরন্তন ব্যবধান অন্তরিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় অনার্য্যগণ এক্ষণে আমাদের সমাজের আবশ্যকীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সমাজের এরূপ অবস্থায় অনার্য্যজাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতিভা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা হইতে আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ক্ষুদ্র পুস্তক দৃষ্টে অনার্য্যজাতির ইতিহাস সংগ্রহ জন্য কোন প্রতিভাশালী লেখক যত্নবান হইলে, লেখক শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

সম্পূর্ণ।